আট আনা সংস্করণ।

[২য় গ্রন্থ]

রবি দাদা

(২য় সংস্করণ)

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি, এস, সি।

৭৮।২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মাঘ ১৩২৫।

প্রকাশক
শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য
অন্নদা বুকষ্টল।
৭৮।২নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মানসী প্রেস
১৪।এ রামতনু বসুর লেন,
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

....কে

উপহার প্রদত্ত হইল

শ্রী

উৎসর্গ।

দিদি, বৌদিদি,

আমার গল্প ও উপন্যাস মাসিকপত্রিকাতে প্রকাশিত হইলে আপনারা অতীব আগ্রহ সহকারে পাঠ করেন। আমি যাহাই লিখিনা কেন, আপনারা স্নেহগুণে তাহা সুন্দর দেখেন। আপনাদের মত পাঠিকা সুদুর্লভ। তজ্জন্য আমার প্রথম পুস্তকখানি অতীব শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ আপনাদের চরণে অর্পণ করিলাম। ইতি—

রাঁচি।
১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

আপনার স্নেহের
প্রফুল্ল

রবিদাদা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বড়দিনের ছুটীর অনতিপূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যার সময় একটি যুবক, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে চড়িয়া শ্যামবাজারের দিকে যাইতেছিল। ষ্টার থিয়েটারের কাছে, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ও গ্রে ষ্ট্রীটের সঙ্গম স্থলে ট্রাম থামাইবার জন্য যুবক পাদানের উপর দাঁড়াইয়া গাড়ীর দড়ি টানিয়া ঘণ্টা বাজাইল। কিন্তু সেখানে উঠিবার বা নামিবার অন্যলোক না থাকায় চালক ট্রাম থামাইল না,—কেবল গতি একটু কমাইল মাত্র। অগত্যা যুবক চলন্ত ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল। ট্রামের গতির সহিত দেহেরও যে গতি আছে, সে টুকুর হিসাব না রাখাতে পা মাটিতে লাগিয়া নিশ্চল হইবামাত্র দেহের ঊর্দ্ধভাগের গতি-প্রভাবে যুবক সম্মুখ দিকে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল।

ট্রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একখানি মোটর গাড়ী আসিতেছিল। চালক যুবককে নামিতে দেখিয়া ভেঁপু বাজাইয়া সরিয়া যাইবার সঙ্কেত করিল এবং যুবক সরিয়া যাইবে ভাবিয়া সমান বেগে গাড়ী চালাইতে লাগিল। কিন্তু যুবক

পড়িয়া গিয়াছিল, তাহার আর সরা হইল না। চালক গাড়ী থামাইতে থামাইতে তাহার উপর আসিয়া পড়িল। ট্রামের আরোহিবর্গ ও রাস্তার লোকেরা হাহাকার করিয়া উঠিল।

এরূপ অবস্থায় অনেকানেক মোটরবিহারী বাবু আহত ব্যক্তিকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, সে কেন তাঁহার চলিবার পথে বাধা জন্মাইয়াছিল, এই অজুহাতে তাহার উপর অজস্র কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া নির্ব্বিকার ভাবে মোটর হাঁকাইয়া প্রস্থান করেন। দু একটা গরিব লোক মরিলে তাঁহাদের কি,—পৃথিবীরই বা কি! কিন্তু এই মোটর আরোহী ভদ্রলোকটি সে শ্রেণীর বাবু নহেন,—তিনি লম্ফপ্রদানে মোটর হইতে নামিয়া পড়িলেন।

মোটরের ধাক্কা যুবকের দেহের একপার্শ্বে লাগাতে সে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়াছিল মাত্র—বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় নাই।

যুবকের নাম রবিকুমার বসু। বয়স অনুমান আঠার উনিশ,—কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থল। মুখখানা ঢলঢলে লাবণ্য মাখা—সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ আসিয়া লাগিয়াছে। এমন অনেক চেহারা আছে—তেমন চোখ ঝল্‌সান রং, আহা মরি নাক, চোখ কিছুই নাই; অথচ চেহারাখানা যেন ভাল লাগে,—দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। কেন হয়, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জ্ঞানীরা বলেন মুখ

নাকি মনের বিকাশ,—যদি তাহা হয়, বোধ হয় ইহাই কারণ।

তাহার নিশ্চল দেহখানি মাটিতে লুটাইতেছিল,—কলেজের পুঁথিগুলি ও ছাতাটা রাস্তায় ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছিল, সর্ব্বাঙ্গ ধূল্যবলুণ্ঠিত,—শরীরের স্থানে স্থানে কাটিয়া রক্ত বাহির হইতেছিল। চক্ষু অর্দ্ধোন্মীলিত, মুখে বিষাদ জড়িত ভাব। যুবকের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভদ্রলোকটি কাঁদিয়া ফেলিলেন। রাস্তার লোকেরা দেখিয়া অবাক্ হইল;—গরীবের দুঃখে বড় লোকের চোখে জল, তাহারা আজ প্রথম দেখিল। এবং অত্যুচ্চস্বরে তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করিতে লাগিল।

এই ভদ্রলোকের নাম রমাকান্ত মিত্র। বীডনষ্ট্রীটে তাঁহার বাড়ী। মস্ত ধনী, দেদার নগদ টাকা,—কলিকাতা সহরের বুকে বিশ পঁচিশ খানা বড় বড় বাড়ী। কিন্তু এত বড় ধনী হইয়াও তাঁহার গর্ব্ব ছিল না,—দরিদ্রকে তিনি ঘৃণা করিতেন না। তাঁহার মত গুণগ্রাহী, দয়ালু, পরোপকারক আজকালকার বাজারে দুর্লভ।

রমাকান্তবাবু রাস্তার লোকজনের সাহায্যে যুবকের অচেতন দেহ মোটরে তুলিয়া, পথিপার্শ্বস্থ ডাক্তারখানা হইতে ডাক্তার ডাকিয়া ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ ও পটি বাঁধাইয়া দিলেন। তারপর ধীরে ধীরে মোটর চালাইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গৃহে পৌঁছিয়া লোকজন

ডাকিয়া, অতি সাবধানে মূর্চ্ছিত যুবককে দ্বিতলে লইয়া গেলেন। পত্নী ও বালিকা কন্যা লীলার হস্তে যুবকের শুশ্রূষার ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং বড় ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তার রোগী দেখিয়া বলিলেন—"ভয়ের কোন কারণ নাই। দু এক দিনেই সারিয়া যাইবে।" তথাপি তাঁহার স্ত্রী ও বালিকা কন্যা আহার নিদ্রা ভুলিয়া সেই অপরিচিত, অজ্ঞাতকুলশীল দরিদ্র যুবকের সেবা করিতে লাগিলেন। যে গৃহের কর্ত্তা স্বয়ং পরোপকারক ও দয়ার্দ্রচিত্ত, সে গৃহের সমস্ত পরিজনই পরের সেবায় আপনাকে ঢালিয়া দেয়। হায়! পৃথিবীর প্রত্যেক পরিবার যদি এমন হইত!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যুবকের যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিল, সে এক সুসজ্জিত কক্ষে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়া আছে। ঘরে বিজ্‌লী বাতী জ্বলিতেছে। গৃহের বহুমূল্য আসবাব দেখিয়া বুঝিল,—ধনীর গৃহ; কিন্তু ব্যাপার কি সম্যক্ বুঝিতে পারিল না। চারিদিক ভাল করিয়া দেখিবার আশায় উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না,—পার্শ্বে বেদনা অনুভূত হইল। নিকটে একটা টুলের উপর বসিয়া একটি অর্দ্ধবয়স্কা রমণী তাহাকে পাখার বাতাস করিতে-

ছিলেন,—একটা ঘরে মেঝের উপর বসিয়া একটা টুক্‌টুকে বালিকা পুতুল লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। তাহার জ্ঞান হইয়াছে বুঝিয়া রমণী সানন্দে বলিলেন “একটু আরাম পাচ্ছ ত বাবা ?” যুবক বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া জানাইল—একটু আরাম পাইতেছে। রমণী স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন “ক্ষিধে পেয়েছে বাবা, কিছু খাবে কি ?” যুবক মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। রমণী উঠিয়া গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন, একটু পরে দুগ্ধ ও কিছু ফল আনিয়া যুবককে খাওয়াইলেন। বালিকাও পুতুলক্রীড়া ফেলিয়া রোগীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আহারান্তে যুবক একটু সুস্থ বোধ করিল এবং পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া নীরবে আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। রমণী রোগীর সহিত আর কোন কথা কহিলেন না,—ডাক্তারের নিষেধ ছিল। এই রমণী রমাকান্তবাবুর পত্নী, বালিকা তাহার কন্যা।

যুবক ঘুমাইলে রমণী ধীরে ধীরে পাখাখানা শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। হস্তসঙ্কেতে বালিকাকে নিকটে ডাকিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন,—“লীলা, তুই এখানে বসে বসে পাখার বাতাস কর্। মাঝে মাঝে গোলাপ জলে নেকড়া ভিজিয়ে মাথায় পটি দিস্; কিন্তু দেখিস্ যেন ঘুম না ভাঙ্গে! আমি একবার নীচে যাই। তোর বাবার

খাবার সময় হয়েছে। তাঁর মনটা আজ বড় খারাপ আছে, ওবেলা কিছুই খায়নি।" বালিকা নীরবে মাথা নাড়িল। রমণী প্রস্থানোদ্যতা হইলে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ মা, একে কি বলে ডাক্‌ব?" রমণী বলিলেন,—"রবি-দা বলে ডাকিস্‌।"

আনন্দে বালিকার বড় বড় চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল,—"রবি-দা,—বেশ নাম! তুমি যে বলেছিলে মা আমার দাদা নেই। এই ত দাদা,—একে আমি কত ভালবাস্‌ব।"

রমণী হাসিয়া বলিলেন—"তা বাসিস্‌। কিন্তু এখন গোলমাল করে ওকে জাগাস্‌ নি।" রমণী চলিয়া গেলেন। বালিকা ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে লাগিল; আর একদৃষ্টে সুকুমারকান্তি যুবকের লাবণ্যমাখা সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল "রবি-দা! আচ্ছা এতদিন ও কোথায় ছিল? একদিনও এখানে আসে নি কেন? একা একা কেউ কি খেল্‌তে পারে? এই পুতুল খেলা;—পুতুলের সম্বন্ধ কর্ত্তে হয়, পুতুলের বে' দিতে হয়। তারপর 'কর' গণিয়া পুতুলের অন্নপ্রাশন আছে, হাতে খড়ি আছে। এ সব কি একা একা হয়! অন্ততঃ দু'জন লোক চাই; একজনের মেয়ে পুতুল, একজনের ছেলে পুতুল। তা'না হ'লে বে হ'বে কি করে? আমি মাকে বলেছিলেম, দত্তবাড়ীর সুধাকে ডেকে আন্‌তে—তার সঙ্গে পুতুল খেলা

কর্‌ব। তা মা ওকে ডাক্‌লে না, বল্লে কি—একা একা খেল। (গালে হাত দিয়া) ওমা! পুতুল খেলা নাকি আবার একা একা খেলা যায়? মা বড্ড বোকা,—কিছু জানে না। যাক্ এবার খেলার সাথী পেয়েছি, রবি-দার সঙ্গে রোজ রোজ পুতুল খেল্‌ব। কি মজা! বালিকা আনন্দে হাততালি দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাততালি দিবার সময় পাখাটি হস্তচ্যুত হইয়া রবির মুখের উপর পড়িয়া গেল,—রবি জাগিয়া উঠিল।

বালিকা আপন মনে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—“কি মজা! রবি-দা পুতুলের বাপ,—আমি পুতুলের মা,।” রবি জাগিয়া বিস্মিত ভাবে বালিকার সরল সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল—একটি জীবন্ত প্রতিমা। ভবশিল্পী যেন নিজহাতে এই প্রতিমাটি মনের মতন করিয়া গড়িয়াছেন। এমন সরলতাপূর্ণ, ঢলঢল লাবণ্য মাখা মুখ কোনও কবি এ পর্য্যন্ত কল্পনা করিতে পারেন নাই। চম্পক বিনিন্দিত বর্ণ, পরিপুষ্ট সুঠাম গঠন, মৃণালের মত কোমল দেহলতিকা। বিশাল আয়তলোচনে কেমন মনোমুগ্ধকর দৃষ্টি, রাঙ্গা রাঙ্গা গোলাপের পাপ্‌ড়ির মত চিকণ ঠোট দুটিতে হাসির ঢেউ খেলিতেছে। রবি মুগ্ধ হইয়া বালিকাকে দেখিতেছিল, দেখিতে দেখিতে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সহসা বালিকার সোল্লাস-চীৎকারে তাহার চমক ভাঙ্গিল, লজ্জায় তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া

উঠিল। বালিকার কথা তাহার কাণে পৌছিয়াছিল, 'রবিদা পুতুলের বাপ, আমি পুতুলের মা।' রবি ভাবিতে লাগিল, এ বালিকা কে? বালিকা বুঝিল রবিদা জাগিয়াছে। বলিল "রবিদা, তুমি শিগগির ক'রে সেরে ওঠ—আমি রোজ তোমার সঙ্গে পুতুল খেলব।" রবি কোন উত্তর দিল না,—শুধু অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল—এ কে? উত্তর না পাইয়া লীলা অধিকতর ব্যগ্র হইয়া বলিল "রোজ রোজ আমার সঙ্গে পুতুল খেলবে,—কেমন?" অগত্যা রবি উত্তর করিল—"আচ্ছা।" এমন সময় রমাকান্ত বাবু ও তাঁহার স্ত্রী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন, রবির ঔষধ খাবার সময় হইয়াছিল। লীলার মাতা বলিলেন "এর ভেতরই লীলা রবির সঙ্গে পরিচয় করে নিয়েছে। দুষ্ট মেয়ে ওকে বুঝি ঘুমুতেও দেয় নি।" রমাকান্তবাবু হাসিয়া বলিলেন—"এতদিনে লীলা পুতুল খেলবার সঙ্গী পেয়েছে। কেমন পুতুল খেলা জানত, রবি?" তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে হাসিতে লাগিলেন;—রবি লজ্জায় মুখ ফিরাইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এ সংসারে রবিকুমারের আপনার বলিবার কেহ ছিল না। জ্ঞান লাভ করিবার বহুপূর্ব্বে তাহাকে দুঃখ-

দৈন্যপূর্ণ সংসারের এক কোণে নিরাশ্রয় ভাবে ফেলিয়া পিতামাতা কবে কোন এক অজানা সুদূর রাজ্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন, রবির তাহা মনে নাই। কেবলমাত্র কাহার দুটি কৃষ্ণ আঁখির স্নেহপূর্ণ মৌন-দৃষ্টির কথা মনে জাগে যেন কে কোথায় ঐ কৃষ্ণ আঁখির স্নেহভরা দৃষ্টির বন্যায় তাহাকে ভাসাইয়া দিত, সুধার মত স্তন্যধারা পান করাইত, কুসুম-পেলব হস্ত গায়ে বুলাইয়া ঘুম পাড়াইত ;—তাহা স্বপ্ন কি সত্য, ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু সেই স্মৃতিটাই সময় সময় তাহার সমস্ত হৃদয়টাকে তোলপাড় করিয়া তোলে।

জ্ঞানসঞ্চারের পর হইতে রবি নিজকে পরের গৃহ-পালিতরূপে দেখিতেছে। আপনার বলিতে ত্রিসংসারে কেহ নাই, তাই এক দুর-সম্পর্কীয়া নিঃসন্তান বৃদ্ধা করুণার বশবর্ত্তী হইয়া শৈশবে তাহাকে লালনপালন করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, রবি বড় হইবার পূর্ব্বেই সেই অবলম্বনটিকে হারাইয়া ফেলিল। সে সময় গ্রামের কোন ব্যক্তি দয়া করিয়া উহাকে স্বগৃহে আনিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য—রবিকুমার সুশ্রী, বুদ্ধিমান, সদ্‌বংশজাত, স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া সহজেই তাহাকে বিদ্বান করিয়া তোলা যাইবে,—পরে আজকালকার চড়া বিবাহ-বাজারে বিনামূল্যে দিব্যি একটি পাশকরা জামাতা পাওয়া যাইবে। দয়ালু ব্যক্তির ঘরে একটি ছোট বালিকা ছিল। ভবিষ্যতের সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রভাবে এই 'ক্ষুদে' মেয়েটিই বড় হইবে, তাহার একটি

রাঙ্গা টুক্‌টুকে পাশকরা বরের প্রয়োজন হইবে,—এই প্রকার নানা বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটি রবিকে সযত্নে প্রতিপালন করিতেছিলেন। কিন্তু বি, এ, পাশ করিবার পূর্ব্বেই রবির ভাবী-পত্নীটি পিতামাতার সুখকল্পনা চূর্ণ করিয়া মরণের দেশে চলিয়া গেল। রবিরও ভাবী শ্বশুরালয়ের বাস সেই হইতে ঘুচিল। তখন সে কলিকাতায় আসিল, আশা করিয়াছিল কলিকাতা বঙ্গের রাজধানী, আর এত বড়লোক যে স্থানে, সেখানে এই দরিদ্র বিদ্যার্থী বিদ্যাভ্যাস করিবার জন্য সাহায্য পাইবে। কিন্তু আজকাল অনেক অবস্থাপন্নলোকের ছেলেও নিজকে দরিদ্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া অন্যের সাহায্য ভিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হয় না।—সেই সাহায্যে থিয়েটার বায়স্কোপ দেখে ও পরীক্ষার সময় পরিপাটীরূপে ফেল করে। মাঝ-খান হইতে কতকগুলি গরীবের ছেলে, যাহারা হয়ত দেশের মুখ উজ্জল করিত, সাহায্য অভাবে তাহাদের পড়া বন্ধ হয়। সহরের দানশীল ব্যক্তিরা অনেকেই এই সকল অপরিচিত সাহায্যপ্রার্থী বিদ্যার্থীদের মধ্যে কে বাস্তবিক দরিদ্র, কাহার সাহায্যের প্রয়োজন জানেন না; তাঁহারা যে সকল যুবক তাহাদের 'দারিদ্র্য-বিষয়ে সার্টিফিকেট' কোন নামজাদা লোকের নিকট হইতে আনিতে পারে, তাহা-দিগকেই সাহায্য দান করেন। কিন্তু অনেক দরিদ্র যুবকই গ্রাম হইতে নূতন আসে,—তাহারা নামজাদা

লোকের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে পারে না, কাজেই সাহায্য লাভে বঞ্চিত হয়। এই কারণে রবি সাহায্য পাইল না,—পাইল তাহাদের গ্রামের ৺মথুর দত্তের পুত্র অতুল দত্ত। যাহাদের বার্ষিক আয় প্রায় হাজার টাকা। অতুল বাড়ী হইতে খরচ পাইত, অপরের সাহায্যে বাবুগিরি করিত; আর রবি হাঁটিয়া হাঁটিয়া বহুকষ্টে একটা প্রাইভেট টুইশনি যোগাড় করিল,—তাহা দ্বারা দুবেলা আহার করিয়া কোন প্রকারে পড়া চালাইতে লাগিল। এইরূপে কষ্ট করিয়া এল্ এ পরীক্ষায় পাশ হইয়া প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করিল, এবং শ্যামবাজারের এক ব্যক্তির বাসায় ছেলে পড়াইয়া গণিতে অনার সহ বি এ পড়িতে লাগিল! রবির মনিবের নাম কৃতান্তকুমারদাস, ধনী হইলেও কৃপণ বলিয়া তাহার এত সুখ্যাতি ছিল যে, পাড়ার বৃদ্ধেরা প্রাতঃকালে তাহার নামোচ্চারণ করিত না। কলিকাতায় কাবুলী হইতে টাকা ধার করিয়া গরীব লোকে যেমন সর্ব্বস্বান্ত হয়, কৃতান্তকুমারের নিকট হইতে টাকা লইলেও তেমনই পথের ভিখারী হইতে হইত। সে অতিরিক্ত সুদে টাকা কর্জ্জ দিত এবং ক্রমশঃ সর্ব্বগ্রাসী অনলের মত সহস্রজিহ্বা বিস্তার করিয়া দরিদ্রের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিত। প্রবাদ এইরূপ—কৃতান্ত পূর্ব্বে অবাক জলপান ফিরি করিত, তৎপরে সৎ ও অসৎ নানা পন্থা অবলম্বনে ও কমলার কৃপাদৃষ্টিতে কালক্রমে ধনবান

হইয়াছে। কথাটার সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোনও সঠিক প্রমাণ নাই,—তবে পাড়ার লোকেরা পরোক্ষে তাহাকে 'ফিরিওয়ালা, চামার বাড়ুজ্জে', আর কলেজের ছোক্‌রারা চশ্‌মার ভিতর হইতে ভ্রুকুটী-কুটিল দৃষ্টি করিয়া 'সাইলক দি জু, (Shylock the Jew) বলিয়া অভ্যর্থনা করিত।

রবি, এতদিন কি করিয়া এ বাসায় টিকিয়া আছে আলোচনা করিয়া পাড়ার সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইত। কিন্তু যে হতভাগ্যের ত্রি-সংসারে আপনার বলিবার কেহ নাই,—সংসার-সমুদ্রে একগুচ্ছ তৃণের ন্যায় লক্ষ্যহীন ভাবে যে ভাসিতেছে—তাহার নিকট আবার আদর অনাদরের প্রভেদ কি! জগতের অবহেলা ও তাচ্ছল্যপূর্ণ ব্যবহারকে সে ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত ভালবাসে।

কৃতান্ত হৃদয়হীন কৃপণ হইলেও তাহার স্ত্রী করুণহৃদয়া ছিলেন, তিনি নিরাশ্রয় বালকের প্রতি স্নেহধারা বর্ষণ করিতেন, তাহাকে ডাকিয়া গোপনে গোপনে সুস্বাদু আহার্য্য খাওয়াইতেন; কিন্তু কৃপণের চোখে বেশীদিন ধূলা দিতে পারিলেন না। কৃতান্ত টের পাইয়া রবিকে অন্দরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। নিজে রাতদিন বাড়ীতে থাকিয়া যক্ষের মত অর্থ পাহারা দিত, কাজেই তাহার পত্নী ইচ্ছা সত্ত্বেও রবিকে ডাকিতে পারিতেন না। তাই অন্দরে ওরূপ করুণহৃদয়া নারী থাকিতেও রবি অবহেলা ও দুঃখের ভিতর জীবন কাটাইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আরোগ্য লাভের [illegible] রবি [illegible] কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে, সাশ্রুনয়নে বিদায় প্র[illegible]না [illegible]ল, তখন রমাকান্তবাবু বলিলেন "তুমি কোথায় যাবে রবি! তুমি আমাদের এখানে থাক, এখানে থেকে লেখাপড়া কর। আমরা তোমাকে যেতে দিব না।"

লীলার মাতা আসিয়া ছল ছল চক্ষে বলিলেন, "আমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে পাবে না রবি। তোমায় ছেড়ে থাকতে আমাদের কষ্ট হবে। জানিনা তোমার সঙ্গে পূর্ব্বজন্মের কি সম্বন্ধ ছিল,—তোমাকে আমার পেটের ছেলের মত মনে হয়। তুমি এখানে থাক। লীলা আছে,—ছোট বোন্‌টির সঙ্গে আনন্দে থাক্‌বে।" তিনি লীলাকে ডাকিয়া বলিলেন "আয় লীলা, তোর রবিদার সঙ্গে খেল্‌গে যা।"

লীলা ছুটিয়া আসিয়া রবির হাত ধরিয়া গদগদস্বরে বলিল, "তুমি কোথাও যেওনা রবি-দা। তোমাতে আমাতে কত খেলা কর্‌ব।"

রবির চোখ জলে ভরিয়া আসিল—জীবনে এই প্রথম সে পিতামাতা ভগিনীর ভালবাসা পাইল। ক্ষুধিত ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য পাইলে যেমন সে সকল আহার্য্য ফেলিয়া নড়িতে পারে না, রবিও তদ্রূপ

মুখে মুখে বিদায় চাহিলেও মনে মনে তাহার অন্যস্থানে যাইবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ রমাকান্ত বাবু ও তাঁহার পত্নীর অনুরোধ রক্ষা না করিলে অকৃতজ্ঞ হইতে হয়, অগত্যা রবি রমাকান্তবাবুর বাড়ীতে রহিয়া গেল।

এই তিনটি প্রাণী স্নেহের বাঁধনে তাহাকে এত শক্ত ভাবে বাঁধিয়া ফেলিল যে, রবি কোন মতেই সে বাঁধন ছিঁড়িতে পারিল না—চেষ্টাও করিল না। এতদিন পৃথিবীর ঘৃণা ও নির্ম্মম ব্যবহারে তাহার হৃদয়টা দগ্ধ মরুর মত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। আজ ইহাদের প্রাণভরা স্নেহধারা পাইয়া তাহার হৃদয়-মরু উর্ব্বরা হইয়া উঠিল, হৃদয়ের আশা-তরু মুঞ্জরিত হইল। তাহার বিষাদ-জড়িত মুখ ও অশ্রুভারাক্রান্ত চোখদুটির ম্লান দৃষ্টিতে বালিকা লীলা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অভিভূত হইয়াছিল। এ সংসারে শিশুরাই অন্যের কষ্ট অধিক বোঝে। বালিকা সর্ব্বদা রবির কাছে থাকিয়া,—নানাপ্রকার গল্প করিয়া, খেলা করিয়া রবিকে সুখী করিতে চেষ্টা করিত,—রবির মুখে হাসি দেখিলে লীলা প্রাণের ভিতর এক অব্যক্ত আনন্দ লাভ করিত। এইরূপে বালসুলভ সারল্যে ও প্রাণভরা ভালবাসায় লীলা রবিকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল! রবির মনের ভিতর যে একটা গভীর ক্ষত ছিল, তাহা লীলার স্নেহ-প্রলেপে ক্রমশঃ সারিয়া উঠিল।

এত দিন রবি কাণ্ডারিহীন তরণীর ন্যায় বীচি-সংক্ষুব্ধ সংসারসাগরে ভাসিতেছিল,—আজ যেন কাহারা কোন স্বর্গপুর হইতে আসিয়া তাহাকে এক শান্তির ক্রোড়ে টানিয়া নিল। আজ তাহার মনে হইল সংসারে কত সুখ, কত আনন্দ।

এইরূপ দশ বারদিন অতীত হইল। রমাকান্ত বাবু এতদিন রবিকে কলেজে যাইতে বা পাঠ্য পুস্তক পড়িতে দেন নাই, তাঁহার ভয় সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই। মাথায় আঘাত,— কি জানি মস্তিষ্ক চালনাতে যদি বাড়িয়া উঠে। সারাদিন পড়া নাই কাজ ছাড়াও থাকা যায় না, কাজেই রবি বালকের মত লীলার সহিত পুতুল খেলা করিত। প্রথম প্রথম লীলার সহিত মিশিতে যে সঙ্কোচ বোধ হইত, এই কয়েকদিনের মেশামেশির ফলে তাহার সেই সঙ্কোচ দূর হইল। রবি লীলার সহিত মিলিয়া মিশিয়া নিজের অবস্থার কথা ভুলিল। সে যে দরিদ্র, পথের ধূলায় কুড়ান নিরাশ্রয় যুবক, আর লীলা ধনীর বাগানের ফুল—স্বর্গের পারিজাত—রবি তাহা ভুলিল। তাহার মনে হইল, তাহাদের ভিতর কোনও প্রভেদ নাই,—এ যেন জন্মজন্মান্তরের পরিচয়। তাহাদের মেশামেশিতে কোনও বাঁধা নাই, সঙ্কোচ নাই। নদী যেমন সাগরে যাইয়া মিশে, সেরূপ তাহারাও একে অন্যের সহিত মিশিবে,—ইহা স্বাভাবিক।

দ্বিধা সঙ্কোচ যখন কমিয়া গেল, তখন মান অভিমানের পালা আরম্ভ হইল। খেলিতে খেলিতে কোনও বিষয় লীলার মনঃপুত না হইলে লীলা অভিমান করিত। রবি মান ভাঙ্গিবার জন্য চেষ্টা করিত, সাধিত, কিন্তু লীলার মান ভাঙ্গিত না। তখন রবির অভিমান হইত, সে কাঁদিয়া ফেলিত। লীলা আর স্থির থাকিতে পারিত না, তাহার ইচ্ছাকৃত মান দূর হইত, চক্ষু হইতে জোর করিয়া অশ্রু নামিয়া আসিত! তখন উভয়ে আবার হাসিয়া ফেলিত। এইরূপে হাসিকান্নার ভিতর তাহাদের মান অভিমান মিটিত। রমাকান্ত বাবু ও তাঁহার স্ত্রী মুগ্ধনয়নে এই দৃশ্য দেখিতেন,—বলাবলি করিতেন—"এই পারিজাত জোড়াতে একটী মালা গাঁথিলে বেশ হয়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যখন রমাকান্ত বাবুর বাড়ীতে থাকাই স্থির হইল তখন পূর্ব্ব মনিব কৃতান্তের নিকট একবার বিদায় লইয়া আসা কর্ত্তব্য ভাবিয়া রবিকুমার শ্যামবাজারে গেল।

এমন বিনা পয়সায় মাষ্টার, যাহার দ্বারা কৃতান্ত সংসারের সকল কার্য্য করাইয়া লইত, হাতছাড়া হয় দেখিয়া কৃতান্ত বলিল "তুমি চলে যেতে চাচ্ছ কেন? তুমি ত দেখ্‌ছি—বুঝলে কিনা, ভারি অকৃতজ্ঞ হে। কত

সুখে খাইয়ে দাইয়ে তোমায় রাজার হালে রেখেছিলুম, আর তুমি আজ—বুঝলে কি না, চলে যেতে চাচ্ছ!"

রবি বিনীত ভাবে বলিল, "আপনার ঋণ এজন্মে শোধ করতে পারব না। বিদেশে বিপাকে আপনি আশ্রয় না, দিলে আর কোথাও পেতাম কি না জানি না। আপনার এখানে ছেলেপুলেদের সঙ্গে আপনার বাড়ীর মত আনন্দে ছিলাম।"

কৃতান্ত আত্মপ্রশংসায় স্ফীত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোকটিকে বলিল—"দেখ জলধর, আমি—বুঝ্‌লে কি না, নিজের ছেলে—পরের ছেলে বুঝি না। আমার বাড়ীতে রয়েছে, তবে নিজের ছেলের পরের ছেলের তফাৎ করব কেন! ওরা যা খায়, মাষ্টারও তাই খায়, আর ওরা যা পরে—বুঝ্‌লে কি না, মাষ্টারও তাই পরে।"

সে গজবিনিন্দিত দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া খানিকক্ষণ হোঃ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিল। জলধর কৃতান্তকে হাড়ে হাড়ে চিনিত; তবু বড়লোক বলিয়া তাহার আসরে দাবা খেলিতে আসিত ও চাটুবাক্য বলিয়া একটু কৃপালাভের প্রয়াস পাইত। তাহার মত 'ধূর্ত্ত ও খোসামুদে' মিলা কঠিন। কৃতান্তের এ কথায় সে শত সহস্র বার বাহবা দিল।

রবি নম্রতা সহকারে বলিল—"আজ্ঞে আমার পাওনা টাকাটা দিলে উপকার হ'ত।"

টাকার নামে কৃতান্ত চক্ষু উল্টাইয়া, ঢোক গিলিয়া বলিল,—তা—তা টাকাটা নিতে চাচ্ছ; কিন্তু বুঝ্‌লে কি না, কল্‌কাতা স্থান খারাপ। টাকাটা রাখ্‌বে কোথায়? তুমি কোথায় থাক্‌বে ঠিক করেছ,—তারা মাইনে টাইনে দেবে কিছু?"

রবি বলিল "না মাইনে দেবে না। আমি অম্‌নি থাক্‌ব, তাঁদের ওখানে কোন কাজকর্ম্ম কর্ত্তে হবে না।"

কৃতান্ত অবাক্ হইয়া, চোক মুখ ঘুরাইয়া বলিল—"আঃ মাইনে দেবে না, আর তুমি অম্‌নি থাক্‌বে! তুমি ত আচ্ছা বোকা হে! আমি মাসকাবারে তোমাকে মোটা মাইনে দিতাম,—আর তুমি আজ তাই ছেড়ে, বুঝ্‌লে কিনা সেখানে চলে যাচ্ছ।"

রবি বলিল "সেখানে খাব দাব, থাক্‌ব। কোনও কাজ কর্ম্ম কর্‌ব না ত।"

নেহাৎ অবিশ্বাসভরে কৃতান্ত বলিল "হেঃ, বোকা লোককে কল্‌কাতার লোক এম্নি করেই ঠকায়। এখন এম্নি নিচ্ছে, পরে তোমাকে দিয়ে, বুঝ্‌লে কি না, এঁটো বাসন মলাবে।"

তাঁহাদের নিন্দায় রবির মুখ চোখ লাল হইয়া গেল; সে গম্ভীর স্বরে বলিল—"হিসাব করে আমার টাকাটা দিন।"

এই দুই বৎসরে তাহার শতাধিক টাকা পাওনা

হইয়াছিল। কৃতান্ত ভাবিয়াছিল কোনও দিন রবির হাতে টাকাটা দিতে হইবে না। কেমন করিয়া এড়াইবে, তাহা স্থির করে নাই, তবে এই পর্য্যন্ত স্থির জানিত—তাহার সিন্ধুকের টাকা অন্যে বাহির করিতে পারিবে না,—বিশেষতঃ ঐ বোকা মাষ্টারটা! রবির দাবী শুনিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল "হুঃ টাকা! ক' টাকা তোমার পাওনা?"

রবি বলিল "শদেড়েক হতে পারে। হিসাবটা দেখুন না।"

কৃতান্ত মুখ বিকৃত করিয়া বলিল—"দে—ড়—শ!—অসম্ভব। দাঁড়াও ত দেখি হিসাবটা।" একটী জীর্ণ মসীলিপ্ত খাতা বাহির করিয়া, তাহাতে খস্ খস্ করিয়া হিসাব করিয়া বলিল "আমার হিসাবে ত বুঝ্‌লে কি না ঢের কম,—মোট ৮৲ টাকা পাওনা!"

রবি স্তম্ভিত হইয়া বলিল "আট টাকা কি করে হয়!"

কৃতান্ত মুখে বিজ্ঞতার হাসি ফুটাইয়া বলিল—"তুমি ত দেখ্‌ছি শতকিয়া অবধি ভুলে গেছ হে। মাসে ৮৲ টাকা হিসাবে দুবছরে কত হয় বুঝ্‌লে কি না,—তাও কষ্‌তে ভুলে গেছ?"

রবি বিস্মিত ভাবে বলিল "১৯২৲ টাকা হয়।"

কৃতান্ত দাঁত মুখ খিচাইয়া বলিল "হেঃ ১৯২৲ টাকা—

টাকা জল দিয়ে ভেসে আসে কি না ? কোনও দিন ১০০৲ টাকার মুখ দেখেছ !"

রবির মুখ কালি হইয়া গেল,—সে কৃতান্তকে চিনিত। হতাশকণ্ঠে বলিল "দেখি হিসাবটা।"

"তুমিত বুঝ্‌লে কি না, একটি প্রথম নম্বরের গাধা। এ হিসাব টুকু মুখে মুখেই কষা যায়। তোমায় মাষ্টার রেখেছিলাম চব্বিশ ঘণ্টার জন্য—৮৲ টাকা হারে; আর তুমি দিনে আধঘণ্টা, রাত্রে আধঘণ্টা এই মোট এক ঘণ্টা পড়াতে। তা হ'লে বুঝেছকি না—এক বছরে ১২ মাস, তবে দু বছরে ১২+২=২৪ মাস। মাসে ৮৲ মাইনে, তবে ২৪ মাসে, ২৪+৮=১৯২৲ টাকা। আচ্ছা, প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টা হিসাবে দু বছরে, ১৯২৲ টাকা,তবে প্রত্যহ ১ ঘণ্টা হারে ১৯২÷২৪=৮৲ টাকা। একুনে এই ৮৲ টাকা হয়।"

কৃতান্ত হাতবাক্স খুলিয়া বাজাইয়া বাজাইয়া কম আওয়াজের আটটি টাকা বাহির করিল। হিসাব দেখিয়া রাগে দুঃখে রবির চোক ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। নিজেকে সামলাইয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল "নিজের পড়ার ক্ষতি করে, দু বছরে ছেলে পড়িয়ে পরে এই ক' পয়সা মাইনে।—

নির্ব্বিকার ভাবে কৃতান্ত বলিল "তা বাপু বুঝ্‌লে কি না ভগবানের রাজ্যে সব বিষয়েরই একটা সঠিক বিচার চাই।

তোমার সঙ্গে যা চুক্তি ছিল, তাই ত দিচ্ছি। এখন যদি রাগ হয়—তবে বুঝ্‌লে কি না, আমি কি কর্‌ব।"

সে টাকা কয়টা রবির হাতে দিতে গেল।

রবি হাত ফিরাইয়া বলিল "ওভিক্ষা আমি চাই না।"

তৎপরে কৃতান্তের পত্নীর নিকট বিদায় লইতে অন্দরে প্রবেশ করিল। কৃতান্তের পত্নী বাটীর ভিতর হইতে সব শুনিয়াছিলেন, রবির পুনঃ পুনঃ বাধা সত্ত্বেও কয়েকখানা নোট তাহার কোঁচায় বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন "পৃথিবীতে এত পাপ সয় না। তোমার প্রাপ্য টাকা আমরা যদি না দি, তাহলে ভগবান্‌ও আমাদের সব টাকা কেড়ে নেবেন।"

রবি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

ফিরিবার সময় কৃতান্ত বলিল, "ওহে শোন। ৮৲ টাকা তোমার ন্যায্য পাওনা, যাও আর একটা সিকি দিচ্ছি,—নিয়ে যাও।"

রবি হাসিমুখে বলিল "না থাক, টাকাটা সম্প্রতি আপনার কাছেই থাক।"

টাকা দিতে তাহার কলিজা পুড়িয়া যাইতেছিল। তখন আশ্বস্ত হইয়া বলিল—"আচ্ছা বাপু তাই ভাল। বিদেশে বিপাকে কোথা রাখ্‌বে! থাক্‌ আমার কাছে,—তবে বুঝলে কি না, এর সুদ পাবে না কিন্তু।"

রবি হাসিয়া স্বীকৃত হইল। বলা বাহুল্য এই আট টাকাও সুদে খাটিতে লাগিল।—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে; লীলাও তেমন রবিকে তাহার প্রতি আকর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাকে ভালবাসা কি প্রেম, কি প্রণয়—ইহার কি নাম জানিনা, ঐ দুটি প্রাণীও তাহা জানিত না। পাঠকপাঠিকা এইরূপ আকর্ষণকে কি নামে অভিহিত করিবেন বলিতে পারেন;—লীলা দশমবর্ষীয়া বালিকা, রবি অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক। অনেকে বলিবেন ইহা কেবল বয়সদ্বারাই নির্ণয়করা যায় না। কাহার হৃদয় কি বয়সে কতটুকু পরিপকতা লাভ করে তাহা বলা দুষ্কর। অনেক বালিকার হৃদয়ে দ্বাদশবর্ষ বয়সেই নারীত্ব ফুটিয়া উঠে, আবার কোনও কোনও অঞ্চলে অনেক বালিকা ষোড়শ বৎসর বয়সেও সরল অবোধ শিশু থাকে। কিন্তু দশম বৎসরবয়স্কা লীলা এখনও সরল, অবোধ শিশু, প্রেম ও প্রণয় কি তাহা সে কিছুই বুঝে না। রবিকে ভাল লাগে তাই সে তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত,—কিন্তু সে ভালবাসার সহিত কোন ঔপন্যাসিক ভাব ফুটিয়া উঠে নাই।

এই দুটি বালক বালিকা বিশ্বসংসার ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরের ভালবাসায় তন্ময় হইয়া গেল। ভবিষ্যতের দিকে তাকাইবার অবসর পাইল না, প্রয়োজনও বোধ করিল না।

লীলা যখন লীলাময়ী তরঙ্গিনীর মত নাচিতে নাচিতে

আসিয়া 'রবি-দা' বলিয়া ডাকিত; রবি তখন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। লীলা খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া বলিত "কি দেখ্‌ছ রবি দা। আমাকে যে গিলে ফেল্‌বে।"

রবি অপ্রতিভ হইয়া তাহার রক্ত কপোলে সস্নেহে টোকা মারিয়া বলিত "যাও তুমি বড় দুষ্ট।"

এইরূপ প্রতিদিনই ঘটিত। রবি যত দেখিত, ততই দেখিতে ইচ্ছা হইত। এ আকাঙ্ক্ষার যেন নিবৃত্তি নাই। সেই নিবীড়কৃষ্ণ চিকুরদামের ভিতর সুন্দর আনন, তাহাতে একজোড়া আয়ত আঁখির তরল দৃষ্টি,—দেখিয়া দেখিয়া রবি আপনাকে হারাইয়া ফেলিত। ভাবিত কোন এক দেববালা তাহাকে ছলনা করিতে মর্ত্ত্যে আসিয়াছে।

রবি আহারনিদ্রা ভুলিল, পাঠ ভুলিল। সে এফ এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হইয়াছে,—এবারেও সেই গৌরব অটুট রাখা চাই—কিন্তু—সে জ্ঞান সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। বহি লইয়া বসিয়া প্রত্যেক পাতায় পাতায় কেবল দেখিত একটি সুন্দর প্রফুল্ল মুখ ভাসিতেছে,—অমনি পড়া ভুলিত, বিদ্যালয় ভুলিত, পরীক্ষা ভুলিত। দেখিত কেবল বিশ্বসংসারময় ঐ একটি হাসিমাখা মুখ।

এইরূপে রবি মজিল। প্রেম কি, ভালবাসা কি, সে জানিত না। এতদিন ছেলে পড়াইয়া জীবিকানির্ব্বাহোপ-যোগী টাকা রোজগারের চিন্তায় ও কলেজের পড়ায় সে

উপন্যাস পড়িবার সুযোগ পায় নাই, কাজেই আধুনিক ছেলেদের মত অর্দ্ধ বয়সেই তাহার মাথায় ঔপন্যাসিক কল্পনা গজাইয়া উঠে নাই,—প্রেমের লক্ষণ কি তাহা সে জানিতে পারে নাই। কিন্তু বই পড়াইয়া, উপদেশ দিয়া কাহাকেও প্রেম শিক্ষা দিতে হয় না, কবিরা বলেন—

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে।—"

রবি এই ফাঁদে আটক পড়িল। এই ফাঁদে পড়িয়া তাহার হৃদয়ে কি জানি কেমন এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাব জাগিয়া উঠিল।

রবি বুঝিল না তাহার কি হইয়াছে। লীলা যতক্ষণ কাছে থাকিত, তাহার মনে হইত যেন পৃথিবীতে কিছুরই অভাব নাই, পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা সে অধিক সুখী; কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য যদি লীলা কাছ ছাড়া হইত, তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিত, তাহার মনে হইত এই সংসারে তাহার কেউ নাই। সংসারে কেউ যে নাই, তাহা সে ত পূর্ব্বাবধি জানিত, কিন্তু লীলার সঙ্গে পরিচয়ের পর তাহার কাছে এই অভাবটা বড়ই পীড়াদায়ক বোধ হইতে লাগিল। সেই পৃথিবী, সেই হট্টগোল, সেই আত্মীয়বিহীন অবস্থা, কিছুই এতদিন তাহার মর্ম্মের দ্বারে আঘাত করিতে পারে নাই, ক্রমাগত সহিয়া তাহার হৃদয় ত কৈশোরেই পাষাণ হইয়া গিয়াছিল, তবে—তবে আজ কেন এই সামান্য কারণে

তাহার বুকটা তোলপাড় করিয়া উঠে। রবি ভাবিতে লাগিল—তাহার এ কি হইল ?

তাহার ব্যবহারে লীলাও বিস্মিত হইত, সময় সময় ভয় পাইত। রবি ক্রমশঃ গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মুখে সে হাসি নাই,—পূর্ব্বের মত গল্প করে না। কেবল হা করিয়া লীলার দিকে চাহিয়া থাকে, সময় সময় চোখ হইতে বর্ষার মত জল পড়ে, পাগলের মত লীলার হাতদুটি নিজের কপালে চাপিয়া ধরে। লীলা উঠিয়া যাইতে ব্যস্ত হইলে কাতরভাবে বলে আর একটু বস। লীলা অবাক হইয়া ভাবিত—রবি-দার কি হইল !

রমাকান্তবাবু ও তাঁহার স্ত্রী রবির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা এখনো সারে নাই। তাঁহারা ডাক্তারের পরামর্শ মত পুষ্টিকর ঔষধ আনিয়া দিলেন। লীলা সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

একদিন লীলা বলিল,—"রবি-দা, তুমি এমন হলে কেন ? আগের মত হাস না, গল্প কর না। তোমার চোখ দিয়ে কেবল জল পড়ে কেন ?" লীলার চক্ষুও জলে ভরিয়া আসিল।

রবি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"কি জানি তুমি কাছে না থাক্‌লে কেমন মাথাটা বোঁ বোঁ করে, আপ্‌নি আপ্‌নি চোখে জল আসে।"

বালিকা সহানুভূতিতে গলিয়া বলিল,—"আচ্ছা, আমি সব সময় তোমার কাছে থাক্‌ব। তা হ'লে তোমার অসুখ সেরে যাবে ত ?"

রবি মাথা নাড়িয়া বলিল,—"হাঁ।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বড়দিনের ছুটীর পর সোমবার রবির কলেজ খুলিল। ইহার ভিতর মনে যে একটা দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল, রবি তাহা সামলাইয়া লইয়াছে। পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী, এবারটা ভাল করিয়া পাশ করিতে না পারিলে ইহারা কি মনে করিবেন ? ইঁহাদের এখানে রাজভোগে থাকিয়া, কর্ত্তব্যে এমন অবহেলা করিব,—ছিঃ। আর,—আর একটি কথা মনে জাগিয়া তাহার চোখ দুটা উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বুকটা ভয়ঙ্কর উদ্বেলিত হইল। যদি বি, এ, টা ভালরূপে পাশ করিতে পারি, তবে—তবে—হয় ত—। রবি দ্বিগুণ উৎসাহে পড়া আরম্ভ করিল। এত পড়িতে রমাকান্তবাবু নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু উৎসাহিত রবি বলিল—"এ খাটুনীতে আমার কিছু হবে না।"

সোমবার রবি যখন ছাতি হাতে, পুঁথি বগলে কলেজে যাইবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইবে, অমনি পেছন

হইতে লীলা ডাকিল "রবি-দা।" রবি ফিরিয়া দেখিল নীচের বাগানে রমাকান্তবাবু লীলার হাত ধরিয়া বেড়াইতেছেন। চারিদিকে ফুলের গাছে নানারকম ফুল ফুটিয়া হাসিতেছে, মালী ঝারিতে করিয়া গাছের গোড়ায় জল ঢালিতেছে, আর তাঁহারা পিতাপুত্রী হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতেছেন। বাগানের কাছে খাচার ভিতর একটা পোষা সারি আপন মনে নানারকম বুলি আওড়াইতেছিল সেও ডাকিল—"রবি-দা।" রবি ফিরিলে রমাকান্তবাবু বলিলেন, "রৌদ্রের ভিতর হেটে যাও কেন রবি?"

রবি বিনীতভাবে বলিল, "আজ্ঞে তা পার্ব। আগে কতদূর থেকে হেটে যেতাম, এখন ত অনেক কাছে।"

কথাটা রমাকান্তবাবুর প্রাণে বাজিল, তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন—"না, না আমার নিজের ব্যবহারের জন্য মোটর আছে। গাড়ীটা পড়ে থাকে। তোমাকে গাড়ী করে রেখে আসুক।" তিনি কোচমানকে ইঙ্গিত করিলেন। রবি আর কি করিবে। গাড়ীতে যাইতে তাহার বড় লজ্জা করিতেছিল; কিন্তু তাঁহার কথার উপর কথা বলা তাহার স্বভাব নয়। সে লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। গাড়ী তৈয়ার হইয়া আসিল। তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া রমাকান্তবাবু তাহাকে হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

সহসা লীলা বায়না ধরিল "আমি রবি-দার সাথে যাব।"

রমাকান্তবাবু আদুরে মেয়েকে শান্ত করিতে পারিলেন

না, অগত্যা কোচম্যানকে বলিয়া দিলেন "লীলাকে ফেরৎ গাড়ীতে নিয়ে এসো।"

সারাপথ রবি মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল। লজ্জায় তাহার গণ্ডদ্বয় কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্তিম হইয়া উঠিল, সে রাস্তার দিকে চাহিতে পারিল না, যদি কোন চেনা ছেলের সহিত চোখোচোখি হয়। দুদিন পূর্ব্বে যে দু তিন মাইল রাস্তা হাটিয়া যাইত, আজ কিনা সে পাঁচ মিনিটের রাস্তা গাড়ীতে চলিয়াছে।—উপকারী, মহানুভব ব্যক্তির পয়সায় এত বাবুগিরি—ছি ছি! লজ্জায় তাহার মরিয়া যা:তে ইচ্ছা হইল। লীলা রাস্তায় রকমারি জিনিষ দেখিয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। মোটরে সে প্রত্যহই বেড়ায়,—কিন্তু রবি-দার মত সাথী ত আর মিলে না। জলস্রোতের মত জনস্রোত কলিকাতার প্রশস্ত রাজপথের উপর দিয়া অবিরাম চলিয়াছে,—কেহ কার্য্যে, কেহ বিনা কার্য্যে, কেহ অকার্য্যে। কাহারো কারুকার্য্য-খচিত বিচিত্র পরিচ্ছদ, কাহারো নানাবর্ণরঞ্জিত আভরণ, আবার কাহারো শতছিদ্র মলিন বসন। কাহারো মুখে সহস্ররশ্মি মরীচিমালীর হাসি, কাহারো মুখে বাদ্‌লার অন্ধকার! কাহারো চক্ষুতে দিব্যজ্ঞানস্ফুরক কাচখণ্ড, তাহার প্রসাদে ইহকাল ও পরকাল ইজারা করা নবাবীর চিত্রটা দিব্য ফুট্‌ফুটে পরিষ্কার দেখিতে পায়; আর কাহারো কোটরাগত চক্ষু অনাবৃত,—ইহকালের দুঃখময় দৃশ্যেই এত

কাতর যে পরকালের দৃশ্য দেখিবার আর সাধ নাই। কেহ মোটর হাঁকাইতেছে, কেহ মোটরের চাকার নীচে হইতে মাথাটা বাঁচাইবার জন্য ফুট্‌পাথের এক কোণে সরিয়া যাইতেছে। রবি আন্‌মনে নতদৃষ্টিতে জনস্রোত দেখিতেছিল, লীলা অবিরাম অর্থহীন ও অসঙ্গত প্রশ্নবৃষ্টি করিতেছিল।—"আচ্ছা রবি-দা, এত লোক সব যায় কোথায়? এরা কি সব কলেজে পড়ে? তা হ'লে কলেজে এত লোক ধরে কি করে?"

রবির হাসি আসিল, বলিল "দূর, সবাই কি আর কলেজে পড়ে। কেউ পড়ে, কেউ চাক্‌রী করে, কেউ কারবার করে।"

লীলা। আচ্ছা এই রদ্দুরের ভেতর ওরা হেঁটে যায় কেন, গাড়ী করে যেতে পারে না?

রবি। সবাইত আর তোমাদের মত বড়লোক নয়। ওরা গাড়ী পাবে কোথায়?

লীলা। কেন ওরা বড়লোক হয় না?

এরূপ অসঙ্গত প্রশ্নে রবির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। বলিল "বড়লোক ত আর ইচ্ছা হলেই হওয়া যায় না!"

বালিকা নির্ব্বিকার ভাবে বলিল "ওঃ—তা জান না বুঝি! বাবা বলেছেন, একটা টাকা বেশ করে ধুয়ে মাটিতে পুতে রেখে রোজ রোজ তার গোড়ায় জল দিলে টাকার

গাছ হয়। তারপর গাছে ঝাঁকানি দিলেই টাকার বৃষ্টি হয়। আমাদেরও ত টাকার গাছ আছে।"

এবার রবি হাসিয়া বলিল—"তোমার বাবার মত ত সকলের হাত পাকা নয়। টাকার গাছ আছে সত্য, কিন্তু গাছ বাঁচাতে ও বড় কর্ত্তে তেমন সার ও পাকা হাতের দরকার,—বুঝেছ?"

বালিকা কি বুঝিল সেই জানে,—মাথা নাড়িয়া জানাইল বুঝিয়াছে।

এমন সময় গাড়ী ব্রাহ্মসমাজের কাছে আসিল। রবি মেট্রোপলিটানে পড়িত। এতবড় জুড়ীতে কলেজে যাইতে তাহার বড়ই লজ্জা হইল। সে কোচ্‌মানকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের কাছে নামিয়া পড়িল।

লীলা সহর্ষে বলিল "বাঃ রবি-দার কলেজটা কেমন সুন্দর লাল, আর মাথায় কেমন গম্বুজ!"

রবি নামিয়া দ্রুতপদে ফুট্‌পাথের উপর দিয়া চলিল। পেছনে বা অগ্রে মুখ তুলিয়া চাহিতে তাহার সাহস হইল না, পাছে কলেজের কেউ দেখিয়া ফেলে। কিন্তু "যেখানে বাঘের ভয় সাধারণতঃ সেইখানেই রাত্রি হয়,"—পেছন হইতে কে ডাকিল "ওরে রবি, শোন্।"

রবি ঘাড় ফিরাইয়া আড়চোখে তাকাইয়া দেখিল, সহপাঠী অতুলদত্ত তাহাকে ডাকিতেছে, আর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ মস্ত জুড়ীটাও আসিতেছে। কোচ্‌মান ফিরিবার হুকুম

না পাইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। ব্রাহ্মসমাজের ভিতর না যাওয়াতে লীলা বলিল—"রবি-দা কলেজে গেলে না?"

পেছনের ছেলেটা দৌড়াইয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, তারপর যাত্রার সুর করিয়া বলিল "পশ্চাতে হের-গো শ্যাম ফুলরাণী রাধা।—হ্যারে রবি, বলি ব্যাপারখানা কি?"

ধরা পড়িয়া রবির মুখ রক্তাভ হইল, অজ্ঞতার ভান করিয়া বলিল "জানিনা।"

ছেলেটা রবির কাঁধ জোর করিয়া ধরিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, তারপর কোচমানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিল "এই বাবু গাড়ী থেকে নেমেছে নয়?"

কোচ্‌মান বলিল "হ্যাঁ।"

অতুল রবির দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া লীলাকে বলিল "এ কে খুকি?"

বালিকা ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিল, থতমত খাইয়া বলিল "রবি-দা!" তারপর বড় বড় চোখ দুটি অনুসন্ধিৎসু ভাবে রবির মুখের উপর স্থাপিত করিল!

লজ্জায়, রোষে, অভিমানে রবি অধীর হইয়া উঠিল, কর্কশ স্বরে কোচমানকে ফিরিতে বলিল। কোচ্‌মান অশ্বে কশাঘাত করিল। বলবান অশ্বদ্বয় রাজপথ কাঁপাইয়া বায়ুবেগে চলিয়া গেল।

অতুল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রবির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—ব্যাপার খানা কি রে রবি? একটা Romantic কিছু গড়িয়ে তুলেছিস্ দেখ্‌ছি। ধুলো খেয়ে কলেজে আস্‌তিস, গাড়ী চাপা পড়্‌বার ভয়ে ফুট্‌পাথের কোণে সরে থাক্‌তিস—আর এখন ধুলো উড়িয়ে, রাস্তার লোকজন একধারে তাড়িয়ে, প্রকাণ্ড জুড়িতে উড়ে আসিস,—তাও সঙ্গে এক পৈরীরাণী নিয়ে। বসন্তের দেশ থেকে এ পৈরীরাণীর আমদানী হ'ল কবে রে? বলি দেখ রবি Romantic টা বেশ পাকিয়ে তুলেছিস্ যা হোক। তোকে নায়ক ঠাউরে বেশ একটা নবেল লেখা যায় যে, এ ভাব ভারতচন্দ্রও ঠাওরাতে পারে নি।—"

কথাগুলি রবির সর্ব্বাঙ্গে তীক্ষ্ণ সূচের মত বিঁধিতেছিল, সে ভীষণ বিরক্তিভরে কাঁদ ছাড়াইয়া বলিল—"যাও এ সব ফাজলামী ভাল লাগে না।"

অধিকতর রঙ্গ করিয়া অতুল বলিল "বলি ভায়া চট কেন? তোমরা নভেলি কাণ্ড ঘটাবে, আর আমরা কি সে বিষয়ের আবৃত্তি করে একটু রসনার সুখও কর্ত্তে পার্‌ব না। কেন হে মাণিক, পৃথিবীটা তোমার একচেটিয়া নাকি।"

রবি নীরবে চলিতে লাগিল। উত্তর না পাইয়া অতুলের কৌতূহল আরও বর্দ্ধিত হইল। সে কাছে ঘেসিয়া মৃদুস্বরে বলিল "বল না ভাই, ফুলারণীটি কি স্বর্গের আমদানী, না এই পাপ পৃথিবীর? কি দাদা পরিচয় দাও না একবার,

—ভয় নেই বোঁটাশুদ্ধ তুলব না, সুধু দেখ্‌বো—দূরে থেকে, আর একটু ঘ্রাণ নেব।"

রবিকে তথাপি নীরব দেখিয়া যুবক বুঝিল ইহার ভিতর বাস্তবিকই রহস্য আছে। রবি দরিদ্র বালক, তাহার এরূপ কেহ বড়লোক আত্মীয় থাকা অসম্ভব,—তবে রবি যদি ঐ বাবুর বাড়ীর মাষ্টার হইয়া থাকে। কিন্তু রবির মুখের ভাব দেখিয়া তাহার সন্দেহ ঘনীভূত হইল, সে স্থির করিল আজ হউক, কাল হউক ব্যাপারখানা কি জানিতে হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে কলেজের ছেলেরা রবির আশাতীত সৌভাগ্যোদয়ের কথা শুনিল। জগতে উপকারী পাওয়া কঠিন, কিন্তু অনিষ্টকারী অনেক পাওয়া যায়। অপরের অনিষ্ট করিয়া অনিষ্টকারীর কোনও ইষ্ট না হইলেও অনিষ্ট করিয়াই তাহাদের সুখ। ইহা খলের স্বভাব। হিংস্রক ব্যক্তি, সর্প, উই ও ইন্দুর ইহারা এক শ্রেণীর। রবির অবস্থান্তরে অনেকের হৃদয়ে হিংসার বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল,—সকলে মিলিয়া নিরীহ রবিকে সেই অগ্নিতাপে পোড়াইতে লাগিল। প্রতিবাদে অক্ষম, কলহে অপটু রবি অভিমানে লজ্জায় কাঁদিয়া ফেলিল।

কলেজ হইতে যখন সে বাড়ী পৌছিল, তখন তাহার

মুখ মেঘের মত অন্ধকার। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া, সে বহিগুলি ঘরের মেঝেয় ছুড়িয়া ফেলিল, তার পর দ্বার বন্ধ করিয়া বিছানায় পড়িয়া দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া বহুক্ষণ কাঁদিল। আজ তাহার হৃদয়ে বড় ব্যথা বাজিয়াছিল; এমন ব্যথা, এতদিনকার পুঞ্জীভূত দুঃখ, দৈন্য, অভাবেও অনুভব করে নাই। আজ তাহার মনে হইল, সে কে,—আর লীলা কে! তাহাদের ভিতর কত ব্যবধান! এই ব্যবধান তাহার এ জনমের শত চেষ্টায়ও ঘুচিবে না। হায়! তাহাদের ভিতর কেন এ ব্যবধ্যান,চোখের জলে তাহার বালিশ ভিজিয়া গেল।

বহুক্ষণ নীরবে কাঁদিয়া হৃদয়ের জমাটবাধা দুঃখ একটু তরল হইলে পর রবির মনে অভিমান ও রাগ হইল। প্রথম রাগ হইল অতুলের উপর, কেন সে তাহাকে এরূপ নির্ম্মম উপহাসে বিদ্ধ করিল?—তাহার গাড়ী চড়া কি এতই বিষদৃশ্য দেখায়? কেন,—সেও মানুষ, বড়লোকও মানুষ। বড়লোকের মত তাহারও রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি আছে। একই ঈশ্বর উভয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন,—তবে—তবে গাড়ী চড়িলে সকলে তাহাকে উপহাস করে কেন? কিন্তু দোষ ত ঐ অতুলের একার নয়, অনেক লোক ত তাহাকে ঠাট্টা করিয়াছে।

রবির মনে প্রতিহিংসার বহ্নি জ্বলিল। তাহার মনে হইল, হায় আমার যদি অর্থ হয়, তাহা হইলে এই হিংসুকগুলিকে একবার দেখাই।

তারপর রাগ হইল রমাকান্ত বাবুর উপর। কেন তিনি তাহাকে জোর করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। দরিদ্র সে পুঞ্জীভূত অবহেলা ও নির্ম্মমতায় জর্জ্জরিত, তাহাকে কেন এই প্রকারে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ করা, তিনি ধনী বলিয়া কি দরিদ্রের সহিত এরূপ উপহাস করিতে হয়? আবার অভিমান হইল লীলার উপর! কেন সে তাহার সহিত আসিয়া মেশে। পথে কুড়ান, আশ্রয়হীন বন্য-পুষ্প সে, তাহার সহিত স্বর্গের ঐ পারিজাত কেন এক বোঁটায় ফুটিতে চায়,—কেন সে বোঝে না যে, স্বর্গে মর্ত্ত্যে ব্যবধান থাকিবেই—ইহা চিরন্তন রীতি। কস্মিন্ কালে ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই, হইবে না। অবশেষে সমস্ত রাগটা লীলার উপরই পড়িল। মানুষ যাহাকে যত ভালবাসে, তাহার উপরই তত অধিক পরিমাণে অভিমান হয়। রবি এ কয়দিনে অজানিতভাবে একটু একটু করিয়া লীলাকে হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা ঢালিয়া দিয়াছিল,—তাই তাহার উপর অভিমান ফুটিয়া উঠিল। কেন সে তাহার মোহিনী মূর্ত্তি লইয়া তাহার চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—দাঁড়াইয়াছিল তবে একটা দুস্তর ব্যবধান লইয়া আসিয়াছিল কেন? কেন সে দরিদ্রকন্যা না হইয়া ধনীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে!

বাহিরে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় সমস্ত পৃথিবীটা নির্জ্জীব ও কালিমামাখা

মনে হইতেছিল। সম্মুখের উন্মুক্ত জানালাপথে রমাকান্ত বাবুর বিস্তৃত উদ্যান দেখা যাইতেছে। গাছগুলি প্রবল ঝটিকাবেগে এক একবার মাটীতে নুইয়া পড়িতেছে, আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইতেছিল। বায়ুভরে বারিবিন্দুগুলি বাষ্পের মত উড়িতেছে,—দম্‌কা বাতাসের সঙ্গে ধূলার গন্ধ ধীরে ধীরে আসিতেছে। রবি আপন মনে ভাবিতেছিল—"আগেই ছিলাম ভাল। কৃতান্তবাবুর বাড়ী দুবেলা আহার পাইতাম, স্যাঁৎসেঁতে ঘরটায় মাথা গুজিয়া থাকিতাম, ফাই-ফরমায়েস খাটিতাম, তারপর কলেজের পড়া পড়িতাম অবসর ছিল না, নিজের কথা ভাবিবার সময় ছিল না। কে আমি, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় চলিয়াছি—জীবনটা কর্ম্মের স্রোতে অনন্তের পানে বেশ চলিয়াছিল। তার পর—একি পরিবর্ত্তন! দীন অবস্থা হইতে একেবারে রাজপদ! কোনও কাজ নাই; কর্ম্ম নাই; ষোড়শোপচারে খাওয়া, আর কলেজের পড়া। তাতে আর কত সময় লাগে? এখন কেবল চিন্তা। এই বিরাট পৃথিবীতে আমার 'আমার' বলিবার কে আছে? পৃথিবীতে সকলেরই মা, বাপ, ভাই বোন কেহ না কেহ আছে,—আমার কেউ নাই।—" রবির অস্ফুট রোদনধ্বনি ক্রমশঃই ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। হায়, কেন তাহার এরূপ হইল। সংসারে কেউ ছিল না, তাহাতেও ত সে এত অসুখী ছিল না, কিন্তু আজ এত স্নেহ, ভালবাসা পাইয়া তাহার

হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছে! লীলাকে সে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, এ ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতর কেমন একটা মধুর আকাঙ্খা অঙ্কুরিত হইয়াছে; মর্ম্মে মর্ম্মে, হৃদয়ের প্রতি কেন্দ্রে সেই মধুর আশার রশ্মি ফুটিয়া সমস্ত প্রাণটাকে আলোকিত করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু শীঘ্রই সে আলোক নিবিবে।—একটা ভীষণ অন্ধকার বিরাট দৈত্যের মত তাহাকে চাপিয়া ধরিবে, আ-জীবন হৃদয়ের ভিতর দাউ দাউ করিয়া দাবানল জ্বলিবে,—তখন সে তাহা কিরূপে সহিবে! রবির বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। হায় ভগবান্ এ কি ভীষণ পরীক্ষা,—এ কি নির্ম্মম উপহাস!

আবার ভাবিতে লাগিল—কেন, আমার বিদ্যা আছে, সৎস্বভাব, সৎবংশ, বিনয়, নম্রতা, রূপ—পৃথিবীতে মানুষের যে যে গুণ থাকা দরকার সবই আছে—কেবল নাই একটি—সে টাকা। কিন্তু পৃথিবীতে যার টাকা নাই সে ত সকলের নিকৃষ্ট; তার মত হতভাগ্যের সহিত এত বড় ধনি-কন্যার—অসম্ভব। রবি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

এমন সময় ভ্রমরকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ নাচাইতে নাচাইতে লীলা আসিয়া ডাকিল—"রবি-দা।" পথে চলিতে চলিতে সম্মুখে উদ্যতফণা সর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকিত হয়, সহসা লীলাকে সম্মুখে দেখিয়া রবি ততোধিক চমকিত হইল লীলা আসিয়া ধপ্ করিয়া রবির চেয়ারে বসিয়া পড়িল, রবি

সঙ্কুচিতভাবে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া বসিল। স্থান পাইয়া বালিকা আরও জুড়িয়া বসিল। সরলা বালিকা বলিল "একটা গল্প বল না রবি-দা; বাদলার দিনে গল্প শুনতে বড় মজা।"

সে সময়টা রবির কণ্ঠ ভার হইয়া আসিয়াছিল, চোখের জলের দাগ তখনো মুছিয়া যায় নাই, ধরা পড়িবার ভয়ে মুখ ফিরাইয়া বলিল—"বড্ড মাথা ব্যথা।" লীলা ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "তুমি বিছানায় শোও, আমি তোমার মাথায় গোলাপ জল দি, বাতাস করি।" রবি কাতরকণ্ঠে বলিল "দরকার নাই।" লীলা বলিল "না না তুমি শোও রবি-দা, সত্যি সেরে যাবে।" বালিকা ফুলের মত নরম হাতে রবির কপাল টিপিতে লাগিল। রবির সমস্ত দেহে যেন একটা তড়িৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল "না তুমি যাও, ও এখনি সেরে যাবে। তোমায় আমায় এ ভাব সাজে না। রাস্তায় কুড়ান ভিক্ষুকের সঙ্গে রাজকন্যার পরিচয়! সে বড় বিষদৃশ্য, সে বড় উপহাসাস্পদ। যাও তুমি, আমাকে এ স্মৃতি ভুলতে দাও।" রবি লীলার হাত ছাড়াইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। লীলা বসিয়া ভাবিতে লাগিল "রবি-দার একি হইল।"

নবম পরিচ্ছেদ।

অতুল রবির দগ্ধহৃদয়ে নুন ছিটাইয়া প্রত্যহ তাহাকে কাঁদাইয়া তামাসা দেখিত, কিন্তু সহসা তাহার মনে নূতন

একটা ভাব জাগিয়া উঠিল। "একবার রবির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া সে কাহার বাড়ীতে এত রাজভোগে আছে, দেখিলে হয় না কি! তারপর বালিকাটীও ফুটোনোন্মুখ গোলাপের মত সুন্দরী, সেখানে একটু ঘনিষ্ঠতা করিলে মন্দ কি? কে জানে কিসে কি হয়। যদি এত বড় একটা ধনীর মেয়েকে হাসি গল্পে মুগ্ধ করা যায়, তা হ'লে বিবাহও হইতে পারে। চেহারাটাও ত উপন্যাসের নায়কের চাইতে খারাপ নয়, বঙ্কিমবাবু বেঁচে থাকলে এতদিনে আমাকে নায়ক ঠাউরে কত উপন্যাস লিখে ফেল্‌তেন; আর কথা বল্‌বার ভঙ্গী, হাব ভাবও মন্দ নয়, একবার ঘেঁসে দেখা যাক্ কি হয়। আঃ যদি এই বিবাহটা হয়,তবে একবার আমীরির চূড়ান্ত কর্‌ব। এখন থাচ্ছি ছাই রেল্‌ওয়ে, হাওয়াগাড়ী, তখন এই 'ষ্টেট, একস্‌প্রেস' আর 'টেব' ছাড়া কিছুই ছোঁবও না! দু পা রাস্তা মোটরে যাব, আর চপ্‌ কাটলেট, কাবলী ফল খেয়ে খেয়ে শ্রীমান গণেশচন্দ্রের মত পেট-বাবাজী মাথা জাকিয়ে উঠ্‌বেন।

অতুল মেসে নিজকক্ষে বসিয়া এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির শব্দে পাশের ঘর হইতে সহপাঠী দীনেশ দৌড়িয়া আসিয়া বলিল "কিরে, একা একা এত হাস্‌ছিস্ যে, ব্যাপার কি।"

নিজের মৎলব ব্যক্ত করিয়া আবার একটা সঙ্গী জোটান

তাহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না ; সে অন্য কথা পাড়িল। "হাস্‌চি ঐ কৃপণটার কথা মনে করে।"

দীনেশ আগ্রহ সহকারে বলিল "কি কি ?"

"আরে তাও শুনিস্‌নি ! কৃপণ কৃতান্তের একটি মেয়ে আছে। মেয়েটা কিন্তু দেখতে মোটেই বাপের মত নয়। বাপের রং আবলুস্‌ কাঠ, মেয়ের রং পূর্ণিমার চাঁদ ; বাপের নাক গুড়গুড়ির নল, মেয়ের নাক তলোয়ারের ডগা ; বাপের চোখ জলশূন্য কূপ, মেয়ের চোখ ভরাযৌবনা সরসী ; বাপ আফ্রিকার আমদানী, মেয়ে ফরাসীর চীজ"

দীনেশ তাহার পীঠ চাপড়াইয়া বলিল "ব্রাভো ব্রাভো, আঃ রবিঠাকুরের আগে যদি এই বর্ণনাটা ইয়ুরোপে পাঠাতিস্‌ তাহ'লে তোর নোবেল প্রাইজটা আজ নেয় কে ?—"

দীনেশের চীৎকারে অন্যান্য ঘর হইতে হরেন, ধীরেন, সত্যেন, নৃপেন প্রভৃতি দৌড়াইয়া আসিল। অতুল গম্ভীর-ভাবে বলিল—"মাইরি ভাই মেয়েটা যেন গোবরে পদ্মফুল। আঃ তার আকর্ণ বিস্তৃত নয়নযুগল, এমন নম্রতাভাব দেখ্‌লে কোন শালার সাধ্যি যে মোহিত না হয় ? দেখ আমি যে প্রত্যেক ক্লাশে পরীক্ষায় বাঙ্গালায় ফেল করি, তবু আমার ভিতরও কত কবিত্ব ফুটে বেরিয়েছে।"

সত্যেন মাসিক পত্রিকায় মাঝে মাঝে গল্প লিখিত, সে লাফাইয়া বলিল, "হাঃ কি ভাষার ফোয়ারা—"

দীনেশ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "চোপ রও। romantic storyতে ভাষার ভুলে কিছু যায় আসে না। বলে যাও দাদা, কি গল্প বল্‌ছিলে।"

অতুল বলিল, "গল্প নয় সত্যি ভাই।

হরেন লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, কার কন্যা, নামটি শুনি। অতুল বলিল, "কৃতান্তের।" হরেন মুখ এতটুকু করিয়া বসিয়া বলিল "রাম, রাম। ভাল ত বাসতে পারলেমই না, আজকার দুপুরের খাওয়াটাও মাটি কর্‌লি। পোলাউ মাংস সব জলে যাবে। আরে তুই না হয় 'ঋতান্ত' বা 'গৃহান্ত' কিছু বল্‌তিস আন্দাজে বুঝে নিতাম। পুরা নামটা অম্নি উচ্চারণ কর্‌লি।—"

দীনেশ বলিল "never mind চক্ষু বুজে জিভ একটু কাম্‌ড়াইলেই সেরে যাবে। বল অতুল সবটা।"

"মেয়েটি ফুট্‌ব ফুট্‌ব হয়েছে, তাই ওর মা বে'র জন্য ব্যস্ত হয়েছে, তা কৃপণ বলে 'এক পয়সাও দেব না। গহনা দান সামগ্রী কিছু দিতে পার্‌ব না। আমার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের টাকা পরের সিন্দুকে যাবে তা হচ্ছে না। থাক্ মেয়ে চিরকাল আইবুড়ো, তবু টাকা দিয়ে বিয়ে দেব না।' এমন কৃপণের যে কথা সেই কাজ। আয় না ভাই কৃপণটাকে নিয়ে এই সুযোগে একটু রগড় করা যাক।"

সকলে উৎসাহিতভাবে বলিল "কি, কি?"

নৃপেন হুঙ্কার দিয়া বলিল "থাম stupid"

সহসা এরূপ গভীর গর্জ্জন শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল, অন্যে যাহারা আরো দু'একটি রসালো কৌতুক করিতে যাইতেছিল, তাহারা থামিয়া গেল। তাহারা জানিত, নৃপেন বরাবরই ভাল ছেলে। নৃপেন প্রভুত্ব ব্যঞ্জকস্বরে বলিতে লাগিল "ভদ্রলোকের ছেলে তোমরা, কলেজে শিক্ষিত বলে বড়াই করে বেড়াও, একজন লোকের যুবতী কন্যার বিষয়ে এরূপ উক্তি করতে লজ্জা হয় না! ছিঃ ছিঃ এমন কথা একটা মূর্খ চাষার মুখেও শোভা পায় না। তোমাদের উচিত বিপন্না মেয়েটিকে সাহায্য করা। তার বাপের কৃপণতা ও অপরিণামদর্শিতার জন্য মেয়েটি আজীবন একটা দুঃখময় জীবন বহন করবে আর তোমরা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখে হাসিঠাট্টা করবে। ছিঃ লজ্জা করে না। তোমরাই না দেশের ভবিষ্যৎ আশা, তোমরাই না ভবিষ্যতে বিদ্যাসাগর, রামমোহন হবার স্পর্দ্ধা রাখ। তবে এস, যাতে মেয়েটিকে সাহায্য করা যায়, তাহার ভবিষ্যৎ জীবন আলোকিত করা যায়, সে চেষ্টা করা যাক। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু আছে, সমস্ত নিয়োগ করে যদি একটা প্রাণীকে একটুও সাহায্য কর্ত্তে পারি!"

সাপুড়ের হস্তধৃত ঔষধে যেমন সাপের মাথা আপনি নত হয়, তদ্রূপ নৃপেনের বক্তৃতায় সকলে মরমে মরিয়া গেল সকলেই ভাবিতে লাগিল, নৃপেন তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া কথাগুলি বলিয়াছে। "স্নান করিবার সময় হইয়াছে, চিঠি

ডাকে দিতে হইবে, জুতা ব্রাস্ করিতে হইবে" ইত্যাদি অছিলায় আস্তে আস্তে সকলে সে ঘর হইতে চম্পট দিল।

কৃতান্তের মেয়ের কথাটা অতুলের স্বকপোকল্পিত, কিন্তু বাস্তবিকই তাহার গিরিবালা নামে একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল। নৃপেন ঠিক করিল ঐ মেয়েটীর একটা উপায় করিতে হইবে। কৃতান্তের বাড়ী অতুলের মেশের সন্নিকটে।

দশম পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন ক্রমাগত ধনী ও দানশীল ব্যক্তিদের বাড়ী হাটিয়া হাটিয়া বহুকষ্টে কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া নৃপেন কৃতান্তের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল। নিতান্ত পরিচিত ব্যক্তির মত অন্দরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল "মা।" কৃতান্তের পত্নী রাঁধিতেছিলেন, কাছে বসিয়া চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যা গিরিবালা বাটনা বাটিতেছিল। মাতৃসম্বোধন শুনিয়া কৃতান্তের পত্নী বাহিরে আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গিরিবালাও দ্বার পর্য্যন্ত আসিল। কৃতান্তের পত্নী বাহিরে আসিয়া অপরিচিত যুবককে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ঘোমটা টানিয়া দিলেন।

নৃপেন বলিল "আমার কাছে লজ্জা কি মা! একটু দাঁড়ান, কথা আছে।"

মাতৃসম্বোধন শুনিয়া কৃতান্তের পত্নীর সঙ্কোচ দূর হইল,

তিনি নিকটে আসিয়া স্নেহসিক্তস্বরে বলিলেন "তুমি কে বাবা?"

নৃপেন বলিল—"আমি পাশের মেসে থাকি, আমাকে চেনেন না। শুন্‌লুম আপনার বিবাহযোগ্য কন্যা আছে,—টাকার জন্যে তার বিয়ে হচ্ছে না।"

বিবাহের কথা শুনিয়া গিরি আরক্তমুখে ঘরের ভিতর ছুটিয়া গেল।

কৃতান্তপত্নী। তুমি বুঝি সম্বন্ধ নিয়ে এসেছ? কিন্তু বাবা, আজকাল মেয়ের বিয়ে দিতে অনেক টাকার দরকার। গিরি ত প্রতিমার মত সুন্দরী,—স্বভাব চরিত্রের তুলনা হয় না, আর লেখা পড়ায় মা আমার সাক্ষাৎ সরস্বতী। তা হলে কি হয়, টাকা পাব কোথায়? তুমি পাড়ার ছেলে তোমায় বল্‌তে আর দোষ কি, কর্ত্তার টাকা যেন বুকের রক্ত—বিয়েতে একটী পয়সাও খরচ কর্‌বেন না।"

নৃপেন। সেইজন্যই এসেছি মা! পৃথিবীতে একজন পাগল হলে সঙ্গে সঙ্গে সবাই যদি পাগল হয়, তা হলে পৃথিবীটাতে পাগলা গারদ হয়ে দাঁড়ায়। এ বাড়ীর কর্ত্তা পাগল বলে অনেকে ঠাট্টা করে, কোনও রকম চেষ্টা ক'রে বা সাহায্য ক'রে যে একটা বিহিত করা তা করে না। আমি বলি এই লোকগুলাও পাগল। যারা লোকের বিপদে প্রতিকার কত্তে পারে না, কেবল দূরে দাঁড়িয়ে দাঁত বা'র করে হাসে, তারা সম্পূর্ণ পাগল। এদেশে এমন

পাগলের সংখ্যাই বেশী, তাই দেশের এত অধঃ-পতন।

নিন্ ভিক্ষেসিক্ষে করে এই টাকাগুলা যোগাড় করেছি, এখন আর কিছু সংগ্রহ করে যদি গিরির বিয়েটা দেওয়া যায়।—”

কৃতান্তের পত্নীর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া আসিল, তিনি সজলনয়নে বলিলেন “বাবা তোমারা কলেজের ছেলেরা দেবতা, তোমরা—”

নৃপেন বাধা দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল “হাঁ কলেজের ছেলেরা দেবতা বৈকি! আজকাল কষাইয়ের মত কাহারা কন্যাদায়গ্রস্ত হতভাগ্য দরিদ্রের বক্ষে পণরূপ তীক্ষ্ণ ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া দেয়? আজ কাহাদের অমানুষিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া নিরীহ বঙ্গ-বালিকারা অকালে আত্মঘাতী হইতেছে? কাহাদের নির্ম্মম-হৃদয়হীন ব্যবহারে আজ বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে একটা নিদারুণ অভিশাপ জাগিয়া উঠিতেছে!—”

গিরির মাতা দেখিলেন নৃপেন ভীষণ উত্তেজিত হইয়াছে তিনি বলিলেন—“বাবা, সে কথা বলে আর ফল কি? এ যুগে টাকারই শুধু আদর, গুণ গৌরব, স্বভাব চরিত্র সব এক দিকে, আর টাকা এক দিকে। ভগবানের কৃপায় আমাদেরও টাকার অভাব ছিল না, কিন্তু এরূপ টাকা থাকার চাইতে না থাকা ঢের ভাল ছিল। যাক্ সে সব

কথা। তুমি এসেছ বাবা, এখন একটু বস, বিশ্রাম কর মা গিরি একটা পিঁড়ি এসে দেত ?”

গিরি লজ্জাবনতমুখে একটা কাষ্ঠাসন গৃহের প্রাঙ্গনে আনিয়া পাতিয়া আবার ঘরের ভিতর যাইয়া লুকাইল। নৃপেন অবনত মুখে চাহিয়া দেখিল, যেন একটি জীবন্ত প্রতিমা বিদ্যুতের মত ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সে ভাবিল আশ্চর্য্য, এমন মেয়েরও বর মেলে না, পৃথিবীতে টাকাটা কি এতই লোভনীয়!

গিরির মাতা নৃপেনের কাছে স্বামীর কৃপণতা বিষয়ে অনেক আক্ষেপ করিলেন,একটি ছেলে ও একটিমাত্র মেয়ে। কৃপণতা করিয়া মেয়েকে জলে ভাসাইয়া দিলে সে টাকা থাকা না থাকায় প্রভেদ কি। আশ্চার্য্য! লোকে ত নিজের পুত্র কন্যার সুখের জন্যই টাকা রোজগার করে। সে টাকা যদি তাহাদের সুখে না লাগিল, শুধু যক্ষের ধনের মত সারাজীবন যদি টাকা পাহারা দিতে গেল, তবে সে টাকায় প্রয়োজন? দুদিন বাদে যখন তলব পড়িবে, তখন অর্থ সঙ্গে যাবে না, ইহকালে অনাহারে অর্থ জমাইয়া ফল কি? কিন্তু কৃপণেরা এ সকল কোন বিষয়ই ভাবে না। সঞ্চয়েই তাদের সুখ,—এই পর্য্যন্ত।

গিরির মাতা বলিলেন—“বাবা সংসর্গের গুণে মানুষ পশু হয়, আবার পশুও মানুষের গুণ পায়! তোমারা সর্ব্বদা কাছে কাছে থেকে যদি ওঁর স্বভাবটা শোধরাতে পার?”

এমন সময় কৃতান্ত "গিন্নি, গিন্নি" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে অন্দরে প্রবেশ করিল। গিরির মাতা উঠিয়া মাথার ঘোমটা টানিয়া দিলেন। কৃতান্ত দন্তপাটি বিকশিত করিয়া বলিল—"গিন্নি বুঝ্লে কিনা।"

গিরির মাতা কিছুমাত্র উৎসাহিত না হইয়া বলিলেন কি?

কৃতান্ত। গিরির একটা সম্বন্ধ এসেছে। বর বল্‌চে বুঝলে কিনা, দু'হাজার টাকা নগদ দেবে, গিরিকে গা জোড়া গয়না দেবে। কি বল—বেশ সম্বন্ধটা, বুঝ্লে কি না—করে ফেলি। পিতার সাড়া পাইয়া গিরি আসিয়া দ্বারের অন্তরালে দাঁড়িয়া শুনিতে লাগিল।

নৃপেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—"বর টাকা দিয়ে বে কর্‌বে?"

কৃতান্ত। তা করে না! তবে বুঝলে কিনা, খুজতে হয়, না খুজ্লে ভাল সম্বন্ধ, কি মিলে? বুঝ্লে কিনা, কত খাট্‌ছি সম্বন্ধের জন্য। কৃতান্ত পত্নীকে নিম্নস্বরে বলিল—"এ কে?" অর্থাৎ এর কাছে বল্‌তে কিছু বাধা আছে কিনা। কি জানি যদি সম্বন্ধটি লুফে নেয়।

গিরির মাতা বলিলেন, "ছেলেটী আত্মীয়। গিরির বিবাহের জন্য কিছু টাকা আমাদের দিচ্ছে।" কৃতান্তের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, "বলিল তা তা টাকাটা কই—দেখি!"

গিরির মাতা স্বামীকে চিনিতেন, নৃপেনকে ইঙ্গিত করিয়া টাকাটা লুকাইতে বলিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"টাকা এখনো পায়নি। এত টাকা জোগাড় কত্তেও সময় লাগে।"

কৃতান্ত। তা তা যোগাড় হলে আমার হাতে দিও। কি জান টাকার কথা—আছে, বুঝলে কিনা জুয়াচোর আছে। কে কোন খান দিয়ে নিয়ে যায়, বুঝলে কিনা—কে জানে?

নৃপেন হাসিয়া মাথা নাড়িল। কৃতান্ত খুসী হইয়া বলিল—"বর বুঝলে কিনা নগদ—নগদ দু—হাজার দিবে বলেছে। বয়স একটু বেশী, ষাট হ'তে পারে তা আট দশটি ছেলে পুলে আছে। তা সেত বুঝলে কিনা ভালই, লোকজন ঘরে না থাক্‌লে কি ভাল লাগে? তার বড় নাত বউটি বুঝলে কিনা গিরির সমান হবে। তখন, বুঝ্‌লে কিনা বেশ হবে। গিরি তার সঙ্গে সই পাতাতে পার্‌বে।"

কৃতান্ত দন্ত বিকশিত করিয়া হোঃ হোঃ রবে হাসিতে লাগিল। গিরি দ্বার ছাড়িয়া ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। গিরির মাতা ও নৃপেনের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা প্রায় আগত। অস্তোন্মুখ রবির শেষ কিরণ-রেখা কলিকাতার বিচিত্র-বর্ণরঞ্জিত অট্টালিকার গাত্রে প্রতিফলিত হইয়া হাসিতেছে। সমস্ত নগরময় এক সুন্দর কমনীয় ভাব ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এমন সময় রবি তাহার

দ্বিতল কক্ষের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আনমনে কি ভাবিতেছিল দূরবর্ত্তী ট্রামের ঘড় ঘড় শব্দ সন্ধ্যামলয়ের সঙ্গে এক একবার আসিয়া পৌঁছিতেছিল। নিম্নের রাজপথ পথিকদের আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত, কেহ হাসিতেছে, কেহ গাহিতেছে, কেহ রহস্যালাপ করিতেছে। রবি ভাবিতেছিল, ইহারা কত সুখী। সে যদি ইহাদের মত প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিত! ঐ ত রাজপথ দিয়া কর্ম্মশ্রান্ত মজুরেরা সারাদিনের পরিশ্রমের পর গৃহে ফিরিতেছে, পরিধানে শতছিন্ন বসন, সর্ব্বাঙ্গে ধূলা কাদা, তবু তাদের মুখে কেমন সুন্দর হাসি। কেন? এক আশায়, বাড়ী ফিরিয়া দেখিবে, মাতা বা পত্নী স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে তাহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। এই আশায়, এই সুখে এত কষ্টের ভিতরও তাদের এত আনন্দ। হায় সে যদি তাদের মত হইত। এই বিরাট বিশ্বে তাহার কেহই নাই। নিজের জীর্ণ কুটীরে শাক ভাত খাইয়া যে সুখ, পরের স্বর্ণ প্রাসাদে উৎকৃষ্ট আহার্য্যে তেমন সুখ নাই। তাহাতে লোক উপহাস করে, গলগ্রহ বলে। তাহার মনে পড়িল, বাল্যে পড়িয়াছিল,—

"রোগী, চিরপ্রবাসী, পরান্নভোজী, পরাবশথশায়ী।
যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ॥"

সহসা কাহার ডাকে রবি চমকিত হইল। কে নীচের রাস্তা হইতে ডাকিতেছিল "রবি, রবি।" রবির মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল, সে দ্রুতগতিতে ঘরের ভিতর যাইয়া

লুকাইল। কিন্তু পরক্ষণেই সিঁড়িতে খট্ খট্ করিয়া জুতার শব্দ হইল, রবির ঘরে আসিবার বাহির দিয়া সিঁড়ি ছিল।

আগন্তুক আসিয়া ডাকিল "কিরে রবি, এই বাড়ীতে থাকিস্? বেশ, বেশ, বেশ মুরুব্বি পাকড়াও করেছিস্। রমাকান্তবাবু মস্ত ধনী, তার সুনজরে পড়লে চাই কি তোকে বড়লোক করে দেবেন।"

রবির মুখে বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল, সে চুপ করিয়া রহিল। আগন্তুক অতুল বলিল "যাক্ মাঝে মাঝে তোর এখানে এসে আসর গুলজার করা যাবে, কি বলিস্?"

অতুল আসিয়া চারিদিকে চাহিয়া ঘরের সজ্জিসজ্জা দেখিতে লাগিল। দেয়ালগুলি নীলবর্ণে রঞ্জিত, চারিদিকে বড় বড় আয়না টাঙ্গান। ঘরের মাঝখানে বসিলে চারিদিকে কেবল নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, ঘরটা লোকে পূর্ণ বলিয়া ভ্রম হয়। দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, যুদ্ধের ছবি ও মহাপুরুষদের তৈলচিত্রে শোভিত। আজকাল যেমন অনেক বড়লোকের বাড়ী উলঙ্গ সুন্দরী মূর্ত্তিতে ঘর সাজান এক ফ্যাসান, রমাকান্তবাবুর বাড়ীর গৃহসজ্জায় তেমন কদর্য্য রুচি দেখা গেল না। অথচ ছবিগুলি এত মনোরম যে ফ্যাসান দুরন্ত সৌখীন ব্যক্তিরাও এরূপ সজ্জাকে নিন্দা করিতে পারেন না। ঘরের মাঝখানে মার্ব্বল পাথরের টেবিল, তাহাতে মকমলের আবরণ, চতুর্দ্দিকে গদী-আঁটা চেয়ার। একধারে সুন্দর আলমারীতে নানাবিধ

পুস্তক। একটু দূরে একধারে বৃহৎ একটা অর্গেন। এই কক্ষটী রবির পড়িবার ঘর।

রবিকে নীরব দেখিয়া অতুল বলিল "কি দাদা আগন্তুক এলাম, একটা মুখের কথাও বল্‌বে না। তাইত লোক বলে আজকাল বাঙ্গালাদেশে থেকে আতিথেয়তা উঠে গেছে। অভ্যর্থনা না কর্‌লে, দু'একটা গালাগালিও না হয় দাও বৈন লোকের কাছে বল্‌তে পারি—কথাটা বলেছিলে।

তাহার কথার ভঙ্গীতে অন্যে না হাসিয়া পারিত না। রবির মনের অবস্থা ভাল ছিল না, বিশেষতঃ অতুলের ব্যবহার তাহার কাছে বড়ই বিশ্রী লাগিত। রবির মুখে বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

অতুল বুঝিল, বুঝিয়াও ভ্রুক্ষেপ করিল না। সে আসিয়াছে নিজের মৎলবে, যে প্রকারেই হউক এই বাড়ীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেই হইবে, ইহাতে বাধা দেওয়া বোকা রবির কার্য্য নয়।

অতুল যাইয়া অর্গেনের কাছে বসিল। ডালা খুলিয়া পা দিয়া বেলো করিতে করিতে রিডের উপর অঙ্গুলীর মৃদু আঘাত করিল, অর্গেন মিঠা সুরে বাজিয়া উঠিল। অতুল ভাল বাজাইতে ও গাহিতে পারিত, বাজাইতে বাজাইতে রবির দিকে চাহিয়া বলিল—"গাব বাধা নাই ত!"

রবির মনটা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, মাথা নাড়িয়া সম্মতি প্রকাশ করিল। অতুল বায়ুস্তরে সুস্বর ছড়াইয়া গাহিল

'তব মুখ-ইন্দু শোভা ভূতলেতে অনুপম,
পুষ্পিত কুঞ্জ-কানন নহে ও লাবণ্য সম।'

সুর উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া সমস্ত বাড়ীময় ছড়াইয়া পড়িল। সঙ্গীতের এমনি সম্মোহিনী শক্তি, বাড়ীময় সকলে সে গান শুনিয়া মুগ্ধ হইল। রামকান্তবাবু ও লীলা বিস্মিত হইয়া বহির্ব্বাটীর এই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রবি ত কোনও দিন গাহে না, আজ তাহার ঘরে কে গায়?

অতুল তন্ময় হইয়া গাহিতেছিল। যখন গান শেষ হইল, তখন দেখিল, রামকান্তবাবু একটা কোচের উপর আছেন, পার্শ্বে বিদ্যুল্লতার ন্যায় সুন্দরী লীলা বসিয়া এক-দৃষ্টে তাহাকে দেখিতেছে।

রমাকান্তবাবুর মুখের ভাব দেখিয়া বুঝা গেল তিনি গান শুনিয়া সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি রবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কে?"

রবি ম্লানমুখে বলিল "আমার সহপাঠী অতুল।"

রমাকান্তবাবু তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি রবির সহপাঠী?"

অতুল মাটীর দিকে তাকাইয়া হাতের নখ খুটিতে খুটিতে বলিল—"আজ্ঞে হাঁ।"

রামকান্ত। "তুমি তো বেশ গাইতে বাজাতে পার।"

অতুল স্মিতমুখে ঈষৎ হাসিল। রামকান্তবাবু বলিলেন, "তুমি যখন রবির সহপাঠী, তখন তোমার এখানে আসতে

বাধা কি। তুমি রোজ রোজ এসে লীলাকে বাজনা শেখাবে। কেমন, কোন আপত্তি নেই ত?"

অতুলও ইহাই চায়, ধীরে ধীরে বলিল—"আজ্ঞা আচ্ছা।"

রামকান্তবাবু বলিলেন—"যখন ইচ্ছা এস, কোন সঙ্কোচ ভেব না।" রবির হৃদয়ে আরও অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অল্পদিনের ভিতরই অতুল রামকান্তবাবুর পরিবারে ঘনিষ্ঠতা জন্মাইয়া ফেলিল। এই সদাপ্রফুল্ল, হাসিমুখ, সুশ্রী চট্‌পটে যুবকটির বাহ্যিক ব্যবহারে এমন মাদকতা ছিল যে, যে তাহার সহিত মিশিত, সেই মুগ্ধ হইত,—সে আর তাহাকে ছাড়িতে চাহিত না। অতুল লীলাকে সুন্দর সুন্দর রহস্য-জনক গল্প বলিয়া, গান শুনাইয়া এমন মুগ্ধ করিল যে অতুল একদিন না আসিলে লীলা অস্থির হইয়া পড়িত। ইদানীং রবির ব্যবহার এত গম্ভীর, এত কঠোর হইয়া পড়িয়াছিল যে বালিকা আর তাহার কাছে ঘেঁষিতে চাহিত না।

প্রত্যহ অতুল আসিত, অর্গেন বাজাইয়া গাহিত,—লীলা পার্শ্বে বসিয়া মুগ্ধ ভাবে শুনিত, আর রবির হৃদয়ে দাবানল জ্বলিয়া উঠিত। সে হিংসায় অস্থির হইয়া উঠিত। কিছুদিন পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিল—আর লীলার সহিত মিশিবে না। রাস্তার ভিক্ষুকের ঐরূপ রাজকন্যার সহিত মিশা শোভা

পায় না। এইরূপ স্থির করিয়া সে দূরে দূরে থাকা আরম্ভ করিয়াছিল ; কিন্তু অতুলের আগমনে আবার সে প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেল। তাহার মনে হইল লীলা কেন অতুলের সঙ্গে মিশে ? একমাত্র তাহার সঙ্গে ছাড়া লীলার আর কাহারো সঙ্গে মিশিতে নাই। কেন নাই, লীলা তাহার কে, এই সকল ভাবনা ভুলিল। তাহার মনে হইল—লীলা একমাত্র তাহারই।

রবি হৃদয়ের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিল, কিন্তু কি করিবে স্থির করিতে পারিল না। একবার ভাবিল লীলাকে অতুলের সহিত মিশিতে বারণ করিবে। কিন্তু রমাকান্ত বাবু যে অতুলকে আসিবার অনুমতি দিয়াছেন। এখন অতুলকে বারণ করা যায় কিরূপে, বারণ করিলেই বা অতুল তাহার কথা গ্রাহ্য করিবে কেন, সে এ বাড়ীর কে ?

অনন্যোপায় হইয়া রবি লীলাকে অতুলের সঙ্গে মিশিতে বারণ করিবে স্থির করিল। অতুল ত লীলার জন্যই এখানে আসে, লীলা না মিশিলে সে আপ্‌না আপনিই সরিয়া যাইবে। কিন্তু লীলাকে বলিতেও কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। কি অজুহাতে তাহাকে অতুলের সহিত মিশিতে বারণ করিবে! অতুলও ত ভদ্রলোকের ছেলে, সেওত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান সুশ্রী যুবক। যদি লীলার কোনও যুবকের সহিত মিশা দূষণীয় হয়, তাহা হইলে রবি নিজেও ত যুবক, কিন্তু রবি ভাবিল তাহার সহিত আর কাহারও

তুলনা হয় না। তার ন্যায় আপনার লীলার কে আছে? কে এমন তাহার জন্য অকাতরে প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারিবে, কে এমন তাহার দুঃখে কাঁদিতে পারিবে? কিন্তু এ সকল ভাবিলে কি হয়, লীলাকে কিছু বলা হইল না। সরলা বালিকা অবাধভাবে অতুলের সহিত মিশিতে লাগিল ও তাহার ফলে তাহার প্রতি :একটু একটু করিয়া আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

একদিন অতুল ঠিক করিল, লীলাকে লইয়া চিড়িয়াখানায় বেড়াইতে যাইবে। রমাকান্তবাবু তাহাতে অনুমতি দিলেন। বৈকালে তাহারা মোটরে করিয়া যখন বাহির হইবে, তখন লীলা রবিকে দেখিল। এতদিন অতুলের সংসর্গে গান বাদ্য ও স্ফূর্ত্তিতে মত্ত থাকায় লীলা রবির খোঁজ করিতে ভুলিয়াছিল, রবির সহিত তাহার যে কোন পরিচয় ছিল বাহিরের ব্যবহারে তাহাও বুঝা কঠিন। আজ সহসা রবির সহিত চোখোচোখি হওয়াতে লীলার তাহার কথা মনে পড়িল। অতুলকে বলিল "রবি-দাকে ডেকে আনি কেমন?"

অতুল রবিকে লইতে অনিচ্ছুক, বলিল "সে আসিলে মোটেই আমোদ হবে না। রবি পেঁচার মত মুখ ফুলিয়া বসে থাকে, তাতে কি আর আমোদ হয়। সে থাক্।" অগত্যা লীলা আর ডাকিল না! রবি উপর হইতে সব শুনিল, শুনিয়া ছোট একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তার পর ঘরের ভিতর যাইয়া বালিসে মুখ গুজিয়া পড়িয়া রহিল।

সে দিন হইতে রবি লীলার সহিত কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিল। কথাবার্ত্তা পূর্ব্বেই প্রায় বন্ধ হইয়াছিল, এখন একদম হইয়া গেল। রবির ভাব দেখিয়া তাহার সম্মুখে আসিতে লীলার কেমন বাধ বাধ ঠেকিত। রবিও লীলাকে দেখিলে মুখ ফিরাইত, পথে পড়িলে ফিরিয়া দাঁড়াইত।

এইরূপে কয়মাস গেল। চিন্তা করিয়া, কাঁদিয়া বাকি সময়টা একটু আধটু পড়িয়া রবি বি এ পরক্ষা দিল, কিন্তু অনারে প্রথম হওয়া দূরে থাকুক, সাধারণ ভাবে পাশ হইল মাত্র। অতুল পাশ হইল না, সে জন্য সে দুঃখিতও হইল না। লীলাকে সে আপন করিয়া ফেলিয়াছে লীলার সহিত বিবাহ হইলে তাহার অগাধ পিতৃধনে সারাজীবন বাবুগিরি করিয়া কাটাইতে পারিবে, ইহাই জীবনের চরমসুখ, আর কিছু সে চাহে না। জীবিকা উপার্জ্জনের জন্যই লেখা পড়া করা, সেই বন্দোবস্ত যদি হইল, তবে আর মিছামিছি লেখাপড়ার জন্য কে কষ্ট করে?

তাহাদের গান বাজনা, বেড়ান, হাসি গল্প এই ক'মাসে লীলারও যেন একটু পরিবর্ত্তন ঘটিল, সে অতুলের ভাবে মসগুল হইয়া পড়িল। রবির মনে হইল লীলা অতুলকে ভালবাসিয়াছে। রবি পাগল হইল। সে দিন সন্ধ্যার সময় লীলা যখন তাহার ঘরে একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছিল, রবি যাইয়া কম্পিতস্বরে বলিল "লীলা একটি কথা।"

লীলা বিস্মিত হইয়া বলিল "কি কথা রবি-দা?"

ক'দিন যাবত রবির ব্যবহারটা তাহার নিকট বড়ই প্রহেলিকাময় ঠেকিতেছিল। অস্ফুটস্বরে রবি জিজ্ঞাসিল "আচ্ছা তুমি আমার ও অতুলের ভিতর কাহাকে বেশী ভালবাস ?"

সরলা বালিকা কিছু না বুঝিয়া বলিল "তুমি কেমন হয়ে যাচ্ছ, তোমাকে ভয় করে, অতুলকে ভাল লাগে, সে কেমন হাসে, গল্প করে।"

রবি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, ভীত লীলা দেখিল রবির চোখ দুটা জবাফুলের ন্যায় লাল হইয়াছে সে ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল। রবি উন্মাদের মত বলিতে লাগিল "হ্যাঁ ঠিক। আর কেন ?" * * পরদিন রবিকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না ; বাড়ীর সকলে বিস্মিত ও চিন্তান্বিত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নৃপেন ও গিরির মাতা শত বুঝাইয়াও কৃতান্তকে তাহার প্রতিজ্ঞা হইতে টলাইতে পারিল না। মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের ভয়ঙ্কর চিত্র, নিদারুণ বৈধব্য, আ-জীবন হৃদয়ভেদী হাহাকার, আর্ত্তনাদ ও শোচনীয় মৃত্যুর কথা কিছুতেই অর্থগৃধ্নু, কৃপণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিল না। কৃতান্ত নগদ দুই হাজার টাকা হাতে গুণিয়া লইয়া সম্বন্ধ পাকা

করিয়া ফেলিল। বর এক পেন্সন প্রাপ্ত বৃদ্ধ সবজজ। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্রের বয়স চল্লিশ হইবে। গিরির বয়স বৃদ্ধের নাতনীর সমান। তাহার পুত্র ও পৌত্র ও আত্মীয়বর্গ বিবাহ ভাঙ্গাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছে, তাই বৃদ্ধ তৃতীয় পত্নী বিয়োগের ছমাসের ভিতরও আর সম্বন্ধ জোগাড় করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ভাগ্যক্রমে পূর্ব্বোক্ত জলধরচন্দ্রের সহিত রামরাম গুহের পরিচয় ঘটে। জলধরের মুখে কৃতান্তের সুন্দরী কন্যার কথা শুনিয়া বৃদ্ধের মুখে লালা ঝরিতে লাগিল। বৃদ্ধ জলধরকে বলিল, এ সম্বন্ধ পাকা করিতে পারিলে তোমাকে নগদ এক হাজার দিব।

জলধর বাপের বয়সে এত টাকা দেখে নাই, আনন্দে আটখানা হইয়া কৃতান্তের নিকট সম্বন্ধ উত্থাপন করিল। 'অতবড় হাকিম ভূভারতে আর জন্মায় নাই। অমন চেহারা ইয়া নাক, ইয়া ভুরু, ইয়া কান, ইয়া দাঁত পৃথিবীতে আর অন্য কোন লোকের নাই; এমনতর জামাতা সাতজন্মের তপস্যাতেও মেলে না। আর বাবুটি কি মুক্ত-হস্ত নিজমুখে দেড়হাজার নগদ দেবেন বলেছেন।"

কৃতান্ত মজিয়া গেল। দাম চড়াচড়ি করিয়া দু হাজারে রফা করিল। জলধর যাইয়া বৃদ্ধকে বলিল চার হাজারের এক পয়সাও কমে কৃতান্ত রাজি হইল না। বলে আমার সোণার মেয়ে বুড়োর হাতে দিব না।"

তিনি বিনা আপত্তিতে স্বীকৃত হইলেন। নগদ পাঁচ

হাজার জলধরের হাতে দিলেন। জলধর নিজে মজুরী ১০০০৲, জুয়াচুরি ২০০০৲ রাখিল, বাকি ২০০০৲ কৃতান্তকে দিল। বিবাহ এক সপ্তাহের ভিতর স্থির হইল কেন না শুভস্য শীঘ্রং।

গিরি কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইল, ভগবানের উদ্দেশ্যে কত প্রার্থনা জানাইল গিরির মাতা শালগ্রামের নিকট মাথা খুড়িতে লাগিলেন।

নৃপেন মেসের ছেলেদের সহিত কি একটা পরামর্শ অাঁটিয়া গিরির মাকে আসিয়া বলিল। গিরির মাতা অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, কৃতজ্ঞতাপূর্ণস্বরে বলিল "বাবা। ভগবান তোমাদের সুখী করুন; দীর্ঘজীবী করুন, কিন্তু দেখো বাবা তাঁকে যেন কোন কষ্ট দিও না।"

নৃপেন অবাক্ হইয়া ভাবিল "আশ্চর্য্য বঙ্গনারী! এমন স্বামীর উপরও এত শ্রদ্ধা ভালবাসা!"

ক্রমে বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিল। কৃতান্ত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের ভিতর কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিল না। ২০০০৲ টাকা পূর্ব্বেই তাহার সিন্দুকের ভিতর আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। বিবাহের দিন বৃদ্ধ বর জলধর সমভিব্যহারে আসিয়া উপস্থিত হইল। শূলব্যথায় ভুগিতে ভুগিতে বৃদ্ধের অস্থিচর্ম্ম সার দেহ, দৃষ্টিশক্তি একবারে ক্ষীণ, একটু দূরের জিনিষ দেখিতে পায় না, হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপে। তবু তাহার বিবাহ করিবার সখ। এমন বৃদ্ধ ত আমাদের দেশে

কত আছে, তাহারা কৃতান্তের মত পশু-স্বভাবাপন্ন বাপকে টাকা দ্বারা ভুলাইয়া কত সোণার প্রতিমা পুড়াইয়া ছাই করে। একটা প্রেমপূর্ণ হৃদয়, যাহা দ্বারা পৃথিবীর কত উপকার হইত, যে স্নেহধারা পাইয়া পৃথিবীতে কত প্রাণী ধন্য হইত সে হৃদয় ভস্মে পরিণত করে! হায় এ দেশের কি অধঃপতন! এ বিষয়ে কত রসিক লেখক কত ব্যঙ্গ কৌতুক করিয়াছেন, কত মনীষী চোখের জলে ভাসিয়াছেন হায়, তবু কি দেশের লোকের চক্ষু ফুটিবে না!

বালিকা গিরি একবার স্থির করিল আত্মহত্যা করিবে, কিন্তু পারিল না। পৃথিবীর আকর্ষণ কি এত সহজে ছিন্ন করা যায়! এমন স্নেহময়ী জননী,—সারা বিশ্ব খুঁজিলেও ত অমন হৃদয় মিলিবে না। তার পর আর একজন প্রতি-দিন আসিয়া মুগ্ধনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে, সেই স্নিগ্ধ আঁখি দু'টির অচঞ্চল দৃষ্টি, সেই দেবোপম মূর্ত্তি, তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, মরিলে ত তাঁহাকে আর দেখা যাইবে না। গিরির মরিতে ইচ্ছা হইল না, তবু ত বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাকে দেখিতে পাইব। আরো মনে হইল, তিনি যখন সে বিবাহ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন পারিবেনই। পৃথিবীতে তাঁহার ক্ষমতার অতীত কি আছে! তারপর যদি—যদি তাঁহার সহিত—বালিকা আর ভাবিতে পারিল না, এক মধুর আকাঙ্ক্ষায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল, সে আপনাকে হারাইয়া

ফেলিল। নিজের কথা, বিবাহের কথা, পৃথিবীর কথা সব ভুলিল।

এমন সময় নৃপেন আসিয়া ডাকিল—"গিরি।" গিরির মনে হইল যেন সহসা তাহার কাণে বীণার ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিল, সে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে তাহারই জাগ্রতে-স্বপ্নে চিন্তার ধন। প্রাণের উচ্ছ্বাস সম্বরণ করিয়া নতমুখে বলিল—"কি ?"

নৃপেন তাহার মুখের দিকে অতৃপ্তনয়নে চাহিয়া বলিল—"তোমাকে রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, এখন ভগবানের ইচ্ছা। তুমিও ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা কর, আমার চেষ্টা যেন সফল হয়।"

গিরি মনে মনে বলিল—"দেবতা আমার, তুমি ছাড়া আনায় আর কে রক্ষা কর্‌বে ?"

ইতিমধ্যে নৃপেন বিবাহের জন্য অনেক ভাল পাত্র খুঁজিয়াছিল। কিন্তু অল্প টাকায় দু একটি ভাল পাত্র যদিও বা বিবাহে স্বীকৃত হইল, কিন্তু তাহাদের পিতা মাতা এরূপ সম্বন্ধে মত দিলেন না। বি, এ, পাশ, এম, এ, পাশ, ছেলে, তাহার বিবাহে ৫।৭ হাজার টাকা না নিলে লোকে বলিবে কি ! লোকের কাছে মুখ দেখান যাইবে না !—"কি আত্মসম্মান বোধ !"

তখন নৃপেন অন্য মৎলব করিল। সে পিতৃহীন, নিজেই নিজের মুরুব্বি। যথাসময়ে বৃদ্ধ বর আসিয়া বিবাহ আসরে

বসিল। মেসের ছেলেরা পূর্ব্ব হইতেই আসিয়া খাটিতেছিল। তাহারা কাহারও নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখে নাই। বরের কুলপুরোহিত সঙ্গে আসিয়াছিলেন; পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। কৃতান্ত মেয়ে সম্প্রদান করিতে বসিল। এরূপ বিনা বাধায় কন্যার বিবাহ দিতে পারিবে, সে কল্পনা সে করে নাই। বুড়ার সহিত বিবাহ দিতে পত্নী একটুকুও কান্নাকাটি করিল না, আশ্চর্য্য!

পুরোহিত হাঁকিল,—"ক'নে আনা হউক।"

বৃদ্ধ বরের বুকটা নাচিয়া উঠিল, আনন্দে তাহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। কয়েকটি ছেলে যাইয়া বিবাহবেশে সজ্জিতা গিরিকে পিড়িশুদ্ধ তুলিয়া আসরের দিকে আনিল। গিরি নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া কাতরপ্রাণে ভগবান্‌কে ডাকিতেছিল,—হায়! ভগবান্ বুঝি দুঃখিনীর প্রার্থনা শুনিলেন না। যূপকাষ্ঠ-বদ্ধ ছাগশিশু যেমন বলির পূর্ব্বমুহূর্ত্তে ভীত রুদ্ধ-কণ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে, গিরিও তেমনি নীরবে কাঁদিতে কাঁদিতে পিড়ির উপর মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। তাহাকে নামাইয়া কয়েকটি ছেলে তাহার মাথায় জল ঢালিতে লাগিল, বাতাস করিতে লাগিল। * * *

এদিকে যখন এই গণ্ডগোল, ওদিকে তখন আর এক কাণ্ড ঘটিল। কয়েকটি মুখোসপরা লোক আসিয়া বর, পুরোহিত ও ঘটককে শূন্যে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। কৃতান্ত হাহাকার করিয়া উঠিল। মুখোসপরা লোকেরা

লাঠি ঘুরাইয়া বলিল,—"চুপ রও। গোলমাল করিলে মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" অগত্যা কৃতান্ত চুপ করিল। মুখোসপরা লোকগুলি প্রস্থান করিলে পর, কৃতান্ত নৃপেনকে বলিল,—"এখন উপায়। আমার জাতি যায় যে।"

দীনেশ বলিল,—"মশায়, ঠাকুর্দ্দার সমান বুড়োর সহিত মেয়ের বিবাহ দিলে জাতি যায় না, মেয়ে আইবুড়ো থাক্‌লে জাতি যায়,—অমন জাতি থাকার চেয়ে যাওয়া ভাল।"

কৃতান্ত হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে কাতরস্বরে বলিল,—"একটা বিহিত করে, তোমরা আমায় রক্ষা কর।"

ধীরেন বলিল,—"তা পাড়ার লোক ডেকে এনে বলি, তোমার বাগ্‌দত্তাকন্যার 'স্বামী' বিবাহ না করে চলে গেছে।"

কৃতান্ত কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল,—"রক্ষা কর আমায়,—একশ টাকা দেব তোমাদের।"

যুবকেরা বলিল,—"উহু—দুশ' টাকা দিন্। এ আনন্দের দিনে আমরা কিছু খাব।"

কৃপণ আর কোন ভয় রাখুক আর না রাখুক, সমাজের ভয় রাখিত—যেমন সকলেই রাখে। দেড়শ টাকা দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি ধনে প্রাণে মারা গেলাম।

সত্যেন, ধীরেন প্রভৃতি ছুটাছুটি করিয়া পুরোহিত ডাকিল, বাদ্যকর ডাকিল,—শঙ্খধ্বনি ও বাদ্যধ্বনি সহ গিরির সহিত নৃপেনের বিবাহ হইয়া গেল।—বিধি-নির্ব্বন্ধ!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আজ ক'দিন হইল রবি কোথায় চলিয়া গিয়াছে। রমাকান্তবাবু ও তাঁহার পত্নী রবিকে আপন ছেলের মত ভালবাসিতেন এবং লীলা একটু বড় হইলে রবির সহিত তাহার বিবাহ দিবেন, মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। রবি এইরূপ নিরুদ্দেশ হওয়াতে তাঁহাদের বড়ই ভাবনা হইল। তাঁহারা কোনও কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। লীলা ও অতুলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের সহিত কোন মনোবাদ হইয়াছে কি না, কিন্তু তাহাদের কথাতে সেরূপ কোনও ভাব বুঝা গেল না।

রমাকান্তবাবু রবির খোজে চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইলেন। রবির দেশ রামচন্দ্রপুরে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন যে রবির সংবাদ দিতে পারিবে, তাহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিবেন, কিন্তু কোনও খোঁজ পাইলেন না।

অতুল হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, লীলা ক'দিন বসিয়া ভাবিল; অতুল লীলার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া প্রত্যহ আসিতে লাগিল,—গল্প করিয়া, তাহাকে লইয়া বেড়াইয়া, তাহাকে ভুলাইতে লাগিল। কিন্তু লীলা আর পূর্ব্বের মত প্রফুল্লিতা হইল না।

এইরূপে কয়বৎসর কাটিয়া গেল। লীলা যৌবনে

পদার্পণ করিল। রমাকান্তবাবু রবির খোঁজে হতাশ হইয়া দমিয়া পড়িলেন।

অতুল বুঝিল এই উপযুক্ত সময়। সে একদিন রমাকান্তবাবুর স্ত্রীর কাছে কথাটা ভাঙ্গিয়া বলিল,—"লীলা তাহাকে ভালবাসিয়াছে, সেও লীলাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে। কাজেই এই বিবাহ হইলে উভয়পক্ষই সুখী হইবে"। অতুলের ব্যবহারে রমাকান্তবাবুর পত্নী তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি স্বীকৃতা হইলেন ও রমাকান্তবাবুকে সমস্ত বলিলেন।

রমাকান্তবাবু বলিলেন,"আর কিছুদিন রবির খোঁজ করিয়া দেখিয়া যাহা হয় করিব।" অগত্যা সকলেই ক্ষান্ত রহিল।

একদিন লীলা নিজের ঘরে বসিয়া একটা ব্যর্থপ্রেমের কাহিনী পড়িতেছিল। এখন সে ষোড়শবর্ষ বয়স্কা যুবতী। প্রণয় ও ভাববাসা সকলি বুঝিতে পারে। পড়িতে পড়িতে সমবেদনায় তাহার ডাগর ডাগর চক্ষু দুটি জলে পুরিয়া আসিল। সে বহি বন্ধ করিয়া বাহিরের দিকে উদাস নয়নে চাহিল। কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া আবার বহি খুলিল, সহসা বহির পাতার মধ্যে একখানা চিঠি দেখিতে পাইল। রবির হস্তাক্ষর। কম্পিতহস্তে চিঠিখানা খুলিল,—চিঠি তাহাকে সম্বোধন করিয়াই লিখিত। চিঠিতে তিনবৎসর পূর্ব্বের তারিখ। লীলা কক্ষের দ্বারগুলি বন্ধ করিয়া চিঠি পড়িতে বসিল। রবি লিখিয়াছে—

"লীলা, চলিলাম,—কোথায় চলিলাম জানি না, এ হতভাগ্যের আবার পৃথিবীতে স্থান কোথায় ? শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন, আত্মীয়হীন। এই বিরাট পৃথিবীতে আমার 'আমার' বলিবার কেহ নাই। সংসারের তাচ্ছিল্য অব-হেলার ভিতর নিষ্পেশিত হইতে একপ্রকার জীবনের খেয়া বাহিয়া চলিয়াছিলাম, এমন সময় তোমার বাবা আমায় ধূলায় কুড়াইয়া পান।

দয়ালু মহাপুরুষ এই পাপীকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার পরিবারে স্থান দেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক তাহার সেই সরল বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। পাপিষ্ঠ, রাস্তার সেই ঘৃণিত পদদলিত কীট, নন্দকাননের পুষ্পকে ভাল-বাসিয়া ফেলে। অবশ্য সে জন্য তাহাকে দোষী করিতে পার না,—অমন সুন্দর স্বর্গীয় ফুল দেখিলে পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে। আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া মজিলাম, কিন্তু তাহাকে জানিতে দিলাম না। শুভ্র জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিশায় যখন সে তাহার কুসুমতুল্য দেহখানি আমার হাটুর উপর হেলাইয়া বলিত— 'রবি-দা একটা গল্প বল,' তখন আমি মুগ্ধচিত্তে কত কি অর্থহীন অসংলগ্ন গল্প বলিতাম, তাহা অন্য কেহ শুনিলে আমাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া সন্দেহ করিত। তারপর সন্ধ্যা প্রভাতে তাহার মুখপানে চাহিয়া কত সৌন্দর্য্য দেখিতাম। এক একবার মনে হইত তাহার সঙ্গে আমার

মিলন অসম্ভব,—আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইত, কিন্তু পারিতাম না। কি এক আকাঙ্ক্ষা আমার হাত দু'টাকে বাঁধিয়া রাখিত।—তারপর সংক্ষেপে বলি, একদিন জানিলাম, সেই স্বর্গের কুসুম এই হতভাগ্যকে ভালবাসে না। আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা ছিড়িয়া গেল, মনে হইল সমস্ত বিশ্বটা যেন কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় অতি দ্রুতবেগে রসাতলের দিকে চলিয়াছে। তখনি গৃহত্যাগ সঙ্কল্প করিলাম, করিয়া কোথায় চলিলাম জানি না। এ জীবনে তোমায় আমায় এই শেষ সাক্ষাৎ। কোনও দিন রবিনামে তোমার কেহ পরিচিত ছিল, ভুলিয়া যাইও। এই হতভাগ্যের জন্য কাঁদিও না, তোমার চোখের জল আমি সহ্য করিতে পারিব না,—তাহা আমার বুকে বজ্রের অধিক বাজে। আমার দগ্ধ আত্মার জন্য প্রার্থনা করিও—* * * *"

লীলা একবার, দু'বার তিনবার চিঠিখানি পড়িল। স্বচ্ছ স্ফটিকসলিল তড়াগে নিম্নস্থ মৃত্তিকা যেমন স্পষ্টভাবে দেখা যায়, লীলা আজ রবির হৃদয় তেমনি পরিষ্কার দেখিতে পাইল। রবি কেন গৃহত্যাগ করিয়াছে, ইদানীং তাহার ব্যবহার কেন এত প্রহেলিকাময় হইয়াছিল, লীলা এখন তাহা সম্যক বুঝিতে পারিল। এতদিন সে বালিকা ছিল, তাই রবির ব্যবহারের কিছুই বুঝিতে পারে নাই; আজ বুঝিবার বয়স হইয়াছে। লীলা সব বুঝিতে পারিয়া কাঁদিতে লাগিল। রবিকে সেত বরাবরই সমস্ত হৃদয় দিয়া ভাল-

বাসে,—সে ভালবাসা গভীর অতলস্পর্শ। অন্তঃস্রোতা স্রোতস্বিনীর ন্যায় সে প্রেম-স্রোত হৃদয়ের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়, উপরে তাহা প্রকাশ পায় না। কিন্তু তাহা রবি বুঝিল না কেন? সে কেন অন্যরূপ ভাবিল। বালিকা বয়সে সকলেই কৌতুকপ্রিয় থাকে। এই স্বাভাবিক প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া রহস্য গল্প করিবার লোক পাইলে তাহার দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহাতে সন্দেহ করিবার, রাগ করিবার কি আছে?

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন নিজের ভিতর গাম্ভীর্য্য আসে তখন আর উহা ভাল লাগে না। রবি যদি ইহা ভাবিয়া দেখিত, তাহা হইলে কোন গোল হইত না। তাহা না করিয়া সে ভ্রূকুটি করিত, মুখ ভার করিত, নিজের ভাব নিজের মনেই লুকাইয়া রাখিত,—বালিকা কিছুই বুঝিতে পারিত না, ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে সরিয়া থাকিত। আজ লীলার সে কৌতুকপ্রিয়তা দূর হইয়াছে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবেও একটু গাম্ভীর্য্য আসিয়াছে,—এখন আর অতুলের সংসর্গ তেমন ভাল লাগে না। পুরুষের ভিতর যেমন গাম্ভীর্য্য আত্মনির্ভরতা, সারল্য থাকা দরকার, অতুলের তাহা ছিল না। অতুল কুটিল, স্বার্থান্ধ! এখন লীলার মনে হইল, এই অতুলের জন্যই রবি গৃহত্যাগী হইয়াছে। অতুল না আসিলে রবির হৃদয়ে কোনও সন্দেহ হইত না,—রবি গৃহত্যাগ করিত না। লীলার মনে হইল, অতুল কেন

এখানে আসে, উহার কি স্বার্থ!

আজ রবির প্রতি পূর্ব্ব অনুরাগ ফিরিয়া আসিল। অতীত ঘটনাগুলি স্মৃতিপথে জাগিয়া লীলাকে সুতীক্ষ্ণ শূলের মত বিদ্ধ করিতে লাগিল। হায় রবি কোথায়, তাহার সহিত কি আর দেখা হইবে না! রবি ছাড়া যে তাহার জীবন অন্ধকারময়, আর কি জীবনে আলো জ্বলিবে না? ভগবান, করুণা কর। লীলা দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ক'মাস যাবৎ ইংরাজী বাঙ্গালা সমস্ত পত্রিকাতে শ্যামপুকুরের স্কুলের হেডমাষ্টার সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইতেছিল।—"এমন দানশীল, দয়ালু লোক আজকালকার ভিতর আর জন্মে নাই। তিনি মাসিক একশত টাকা বেতনের ভিতর নিজের দুমুষ্টি খাবার আন্দাজ রাখিয়া বাকি টাকা খয়রাত করেন। দরিদ্র বালকদিগকে পড়ার সাহায্য করা, পীড়িত ব্যক্তির সেবার ব্যবস্থা করা, ভিক্ষুকদিগকে আহার্য্য দান, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির কন্যার বিবাহ দেওয়া ইত্যাদিতে তিনি সমস্ত অর্থ অকুণ্ঠিতভাবে ব্যয় করিয়া থাকেন। প্রতিমাসে এত কাতর প্রার্থনা তাঁহার কাছে আইসে যে, ঐ অল্প টাকায় সকলের প্রার্থনা পূরণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হয়। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে

কয়েকখানি উচ্চশ্রেণীর পুস্তক লিখিয়াছিলেন, ম্যাক্‌মিলন কোম্পানি অনেক টাকায় সেই গ্রন্থগুলি কিনিয়া নিয়াছেন। হেডমাষ্টার সমস্ত অর্থ শ্যামপুকুরের উন্নতিকল্পে দান করিয়াছেন। শ্যামপুকুর ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতেছে,—আসে পাশে কোন দাতব্য চিকিৎসালয় নাই, ভাল ডাক্তার নাই। দেশে বড় লোক অনেক, কিন্তু গরীবের কাতর ক্রন্দনে এ পর্য্যন্ত তাহাদের পাষাণ হৃদয় গলে নাই। হেডমাষ্টার মহাশয় স্বীয়কষ্ট-লব্ধ অর্থে দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, পুষ্করিণী খনন করাইয়াছেন। তাঁহার এরূপ মহানুভবতায় মুগ্ধ হইয়া বঙ্গের লাট বাহাদুর সেপ্টেম্বর মাসে স্বয়ং শ্যামপুকুরে যাইয়া হেডমাষ্টারকে উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। আরও আশ্চর্য্যের কথা, হেডমাষ্টার ভিন্নদেশীয় লোক, অথচ এখানকার উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।"

রমাকান্তবাবু একদিন এই সংবাদ পড়িতেছিলেন। পার্শ্বে লীলা বসিয়াছিল, বলিল "লোকটি বাস্তবিক মহানুভব।" যে ব্যক্তি দরিদ্র, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার করে, তাহার পক্ষে নিজে না খাইয়া উপার্জ্জিত অর্থ দুহাতে বিলান কম শ্লাঘার কথা নহে।" রমাকান্তবাবু হাসিয়া বলিলেন "তাদের পক্ষে দান করাটাই বেশী স্বাভাবিক লীলা। ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ কি ব্যথিতের ব্যাথা বুঝে? তাই

কোন কবি বলিয়াছেন—"

"—চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

যে ব্যক্তি চিরকাল সুখের ক্রোড়ে লালিত সে কি কখন অন্যের দুঃখের কথা বুঝিতে পারে। তার মনে হয় সবই বুঝি তারই মত সুখী।"

লীলা বলিল—"তবে তুমি কি করে বোঝ বাবা?" রমাকান্তবাবু বলিলেন,—"সে কথা আমি এতদিন বলিনিরে পাগ্‌লী। আমিও আগে গরীব—ভয়ঙ্কর গরীব ছিলাম। এমন অবস্থা গেছে যে, এই আমিই একদিন খাবার জন্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি।"

পিতার জীবনের অতীত কথা শুনিয়া লীলার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। রমাকান্তবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—থাক্ মা, শুনে কাজ নেই।"

লীলা বলিল,—"না বাবা বল, আর কাঁদব না।"

রমাকান্তবাবু বলিতে লাগিলেন,—"জ্ঞান লাভ করে অবধি আমি পৃথিবীতে নিরাশ্রয় ভাবে ভেসে বেড়িয়েছি, পূর্ব্বে আমার কে ছিল না ছিল, কিছুই ঠিক কর্ত্তে পারিনি। কিন্তু বড়লোক হবার পর আত্মীয়-জ্ঞাতিরা দলে দলে এসে পরিচয় দিতে লাগলেন, আমি তোমার পিসতুতো

ভাই, আমি খুড়ো, আমি অমুক!!...... অদৃষ্টের লেখা কেউ খণ্ডন কর্ত্তে পারে না।"

ছেলেবেলা এক ভদ্রলোকের বাড়ী বাজার সরকারের কাজ কত্তাম। একদিন বাবু ৫৲ টাকার বাজার আনিতে দেন। কি মতি হ'ল গঙ্গার ঘাটের ধারে গিয়ে উপস্থিত হলেম। একনৌকা করকচ নীলামে ৫৲ টাকায় কিনলাম। বাড়ীতে এনে দেখি করকচের সঙ্গে দেদার সাচ্চা মুক্তা। বাবুকে দিলাম! বাবু একপয়সাও নিলেন না, বল্লেন—"ও তোমার বরাতে পাওয়া, তুমি নাও। বাবু তা বিক্রী করে বিশ হাজার টাকা আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, 'কারবার কর।' অদৃষ্টের পড়তা—লবণের কারবারে লাখপতি হলেম। বাবুরও ছেলেপুলে বা আত্মীয় আর কেহ ছিল না। মরবার সময় তার সমস্ত বিষয় আমায় দিয়ে গেলেন।" উপকারী মহানুভব মুনিবের কথা মনে করিয়া তাঁহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল।

তিনি মৃতের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আজ কালকার দিনে ওরূপ উদার-হৃদয় মনিবও পাওয়া কঠিন। এখন যেন পৃথিবীটা ক্রমেই কুটীল, স্বার্থান্ধ হয়ে পড়ছে। পরকে ঠকাবে সে আর বেশী কথা কি? ভাই, মায়ের পেটের ভাইকে ঠকিয়ে দিব্বি ছানা মাখন, খাচ্ছে।—কি কঠিন হৃদয়।—"

লীলা বলিল,—"আমিও ভাবি বাবা, আর ক'বছর পরে

পৃথিবীর কি দশা হবে।" এমন সময় দারোয়ান আসিয়া রমাকান্তবাবুর হাতে একখানা চিঠি দিয়া গেল। তিনি খুলিয়া পড়িলেন,—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি আপনার অপরিচিত হইলেও একটা জরুরী সংবাদ লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি।

আপনি রবিকুমার বসুর খোঁজ জানিবার জন্য পূর্ব্বে একবার সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। আমি সম্প্রতি তাহার খোঁজ জানিতে পারিয়াছি। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে মহামান্য লাট বাহাদুর শ্যামপুকুরের দাতব্য চিকিৎসালয় দেখিতে যান। তাঁহার সঙ্গে আমিও গিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম, হেডমাষ্টার আমার সহধ্যায়ী রবিকুমার।—

রমাকান্তবাবু থামিলেন, আনন্দে তাহার মুখ চোখ রাঙ্গা হইয়া গেল। একটু সামলাইয়া আবার পড়িতে লাগিলেন—

"আমি তাহাকে আপনার কথা বলিলাম, তাহার সন্ধানের জন্য আপনি বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন জানাইলাম; কিন্তু সে আসিতে স্বীকৃত হইল না। বলিল "আর দেশে ফিরিব না। জীবনের বাকী অংশটা এম্নি করিয়া কাটাইব।" আমি পীড়াপীড়ি করাতে কাঁদিয়া ফেলিল। জানিনা তাহার হৃদয়ে কিসের দুঃখ, কেন সে এ অল্প বয়সে আপনাকে পরের জন্য বিলাইয়া দিয়াছে।"

এখন আপনি একবার চেষ্টা করিতে পারেন। খবরটা জানান একটা কর্ত্তব্য বিবেচনা হওয়ায় মহাশয়কে জানাইলাম ইতি—

বিনীত

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ।

রমাকান্তবাবু চিঠিপড়া শেষ করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—"বাস্তবিক হৃদয়ে দাগা না পাইলে কেহ পরের সেবায় আপনাকে ঢালিয়া দিতে পারে না।" লীলা আনন্দের আতিশয্যে একটা অর্থহীন উত্তর দিয়া ফেলিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পরদিন একটি কক্ষে রমাকান্তবাবু, তাঁহার স্ত্রী, লীলা ও অতুল বসিয়াছিলেন। রমাকান্তবাবু বলিলেন,—"এবারে লীলার বিবাহের ব্যবস্থা করা যাক।"

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন,—তবু যা'হো'ক তোমার এতদিনে যে এ ইচ্ছাটা হ'ল।"

লীলা লজ্জিত হইয়া উঠিয়া গেল। অতুল আনন্দে পুলকিত হইয়া বলিল,—"হাঁ লীলার বয়স হয়েছে—মেয়েদের এ বয়সে বিবাহ দেওয়া উচিত।"

রমাকান্তবাবু বলিলেন,—"আমারও সেই মত। তবে এতদিন দেইনি একটি কারণে! এখন সে কারণ আর নেই, এখন নিশ্চিন্তমনে বিয়ে দেওয়া যাবে।"

উৎসাহিতভাবে অতুল বলিল—"তা আমি ত মাকে পূর্ব্বেই বলেছিলুম, শুধু আপনি—"

রমাকান্তবাবু বলিলেন,—"আমি ভুল কিছু করিনি ত। রবির খোঁজ পাওয়া গেছে। সেই শ্যামপুকুরের হেড-মাষ্টার।

রবি শ্যামপুকুরের হেডমাষ্টার,—সেই মহানুভব লোক, যাকে উৎসাহিত কত্তে লাটসাহেব নিজে গিয়াছিলেন! রমাকান্তবাবুর পত্নী বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"অ্যাঁ আমাদের রবি! এতগুণ বলেইত ওকে প্রথম থেকে আমি এত ভালবেসে আস্‌ছি। এখন ওর সঙ্গে লীলার বিয়েটা হলেই আমার একটা মস্ত সাধ পূর্ণ হয়।"

অতুলের মুখ আঙ্গারের মত কাল হইয়া গেল, সে উঠিয়া এক পা দু'পা করিয়া প্রস্থান করিল। তদবধি কেহ আর তাহাকে রমাকান্তবাবুর বাড়ীতে দেখে নাই, লীলাও তাহার খোঁজ করে নাই।

পরদিন তিনি রবিকে আনিতে শ্যামপুকুর গেলেন। রবি অনেক ওজর আপত্তি দেখাইল, কিন্তু রমাকান্তবাবুর কথার উপর তাহার কথা চলিল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নৃপেনের সহিত গিরির বিবাহের পর একে একে প্রায় চারিটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু গিরি ও নৃপেনের

নিকট বৎসরগুলি যেন দিনের মত ক্ষুদ্র বোধ হইতেছিল! সুখের দিন বড় শীঘ্র কাটিয়া যায়। দীর্ঘ চারিবৎসর যেন চারিটি মুহূর্ত্তের মত কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ চারিদিন যাবৎ গিরি দিনগুলিকে দুইহাতে ঠেলিয়াও বিদায় করিতে পারিতেছে না। নৃপেন লাট সাহেবের সহিত শ্যামপুকুর গিয়াছে। সে কলেজের পাঠ শেষ করিয়া সরকারে একটি ভাল কাজ পাইয়াছে। লাট সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে থাকিতে হয়।

সন্ধ্যাবেলা গিরি দ্বিতলের বারান্দায় ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া আনমনে আকাশের দিকে তাকাইতেছিল। লোহিতবর্ণ সন্ধ্যাগগনে সন্ধ্যার কালো ছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। মৃদু মলয়ের সহিত দূরস্থিত দেবমন্দিরের শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। ক্রমে আকাশের কালো বুকে দু' একটা তারা ফুটিয়া উঠিল। গিরি ভাবিতে লাগিল,—এই তারা ত পৃথিবীর সকলকেই দেখিতে পায়। হয়ত তাঁহাকেও দেখিতে পাইতেছে। আমিও এই তারা দেখিতেছি, হয়ত তিনিও দেখিতেছেন; কিন্তু আমরা কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। আহা এই তারাগুলো কত সুখী, ইহারা ত তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে। ক'দিন তাঁকে দেখি না। ইস্—চা—র—দি—ন যাবৎ তিনি গিয়াছেন। যে চাকুরি করিতে দূরে যাইতে হয়, সে চাকুরি না করিলে কি নয়? আমি যে একমুহূর্ত্তও তাঁহাকে

না দেখিয়া থাকিতে পারি না। না, এবার তিনি আসিলে আর তাঁহাকে যাইতে দিব না।"

আবার ভাবিল,—"আচ্ছা সকলের স্বামীই হয়ত বিদেশে চাকুরি করে। স্ত্রীর জন্য কেউ ত আর চাকুরি ছাড়িয়া ঘরে বসিয়া থাকে না। কৈ তাহারা ত স্বামীর জন্য হাহাকার করে না। তাহারা ত বেশ হাসিগল্প করিয়া দিন কাটায়। তাহারা কি করিয়া থাকে? আমি কেন পারি না? স্বামী স্ত্রীর জন্য ঘরে বসিয়া থাকিলে লোক হাসিবে যে। না, না,—তা হাসে হাসুক। আমি তাঁকে ছাড়িয়া দিতে পারিব না। উঃ আমার বড় কান্না আসে, বুক ফাটিয়া যায়। না, তাঁকে না দেখিয়া আমি বাঁচিতে পারিব না।—"

এমন সময় একখানা গাড়ী আসিয়া বাড়ীর গেটের কাছে দাঁড়াইল। নৃপেন গাড়ী হইতে নামিয়া চাকরের মাথায় বাক্স ও মোট দিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। গিরি আনন্দে অধীর হইয়া নীচে আসিল। আনন্দের আতিশয্যে বহুক্ষণ তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

নৃপেন আসিয়া শ্বশুর ও শাশুড়ীর পদধূলি গ্রহণ করিল। কৃতান্ত বলিল,—"তা ঐ হেডমাষ্টারের কথাটা বল ত শুনি। গরীব মানুষ তার পক্ষে, বুঝেছ কিনা, অতগুলি টাকা দান করা ত সহজ কথা নয়? তার চেহারাটা কেমন? ঠিক দেবতার মতই হবে, না; ইঃ কি লোক, কি তার কলিজা! বুঝেছ কিনা, তাহাতেই ত স্বয়ং লাটসাহেব সেখানে

গিয়েছিলেন।" নৃপেনের সংসর্গে এই কদিনে কৃতান্তের স্বভাবের অনেকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছিল।

নৃপেন হাসিয়া বলিল,—"তাকে আপনি চেনেন। তার নাম রবিকুমার বসু।"

"রবি! এঁ্যা আমাদের মাষ্টার রবি। সেই ছোকরা—বুঝেছ কিনা, এত টাকা দান করছে? বল কি হে!"

"হ্যাঁ, সেই রবি—সেই মাষ্টার রবি। বাইরের লোকের চোখে সে গরিব, কিন্তু যিনি দেখতে জানেন, তিনি বলবেন অমন বড়লোক আর হয় না। লাট সাহেব তাকে চিনতে পেরেছেন, তাই তাকে কোল দিয়েছেন।" কৃতান্ত বিস্মিতভাবে শুনিতে লাগিল। পৃথিবীর মানুষ—ঐ সরল সোজা মাষ্টারটা এমন গৌরব অর্জ্জন করিতে পারে! আর তিনি জীবনে কি করিলেন। আজ তাহার মনে একটু ধিক্কার জন্মিল।

রাত্রিতে গিরি নৃপেনের নিকট রবির কাহিনী শুনিল। নৃপেন বলিল,—"রবি যে কোনও দিন আমার সহপাঠী ছিল এ কথাটা বলিতে আজ আমি গৌরব বোধ করি। বাস্তবিক কি মহৎ তার হৃদয়।"

গিরি মনে মনে বলিল—"আর তোমার হৃদয়ই বা কম কি। তুমি যাহা করিয়াছ, এমন মহৎ কাজই বা ক'জন করিতে পারে?"

* * * * * *

ক'দিন পরে নৃপেন গিরিকে বলিল—"রবির বিবাহ স্থির হয়েছে। রমাকান্তবাবুর মেয়ে লীলার সঙ্গে তাহার বিবাহ। রমাকান্তবাবু নিজে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। তিনি নিজেও যেমন অমায়িক ও মহৎলোক, জামাতাটিও তেমনই মিলেছে। তোমাকে এ বিবাহে নিয়ে যাব। অমন পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকিলেও হৃদয় উন্নত হয়।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অনেকদিন পরে কলিকাতায় রমাকান্তবাবুর বাড়ী আসিয়া রবির কেমন কেমন ঠেকিতে লাগিল। সেই পুরাতন লুপ্ত স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। রবি আসিয়া দেখিল সমস্ত বাড়ীটা লোকে পূর্ণ, সকলেই ব্যস্ত, সকলের মুখে কি এক আনন্দের ভাব। রবি অবাক হইয়া গেল! তবে কি অতুলের সহিত লীলার বিবাহ! তাহার মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিবার জন্য তাহাকে ধরিয়া আনা!—একি নিষ্ঠুর পরিহাস! এতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শিল্পী যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই মূর্ত্তি ধূলিতে পরিণত হইবে,—সেই দৃশ্য দেখিতে শিল্পীর নিমন্ত্রণ! রবি বুঝিল, ইহাতে মানবের দোষ নাই, ইহা ভগবানের বিচার,—জন্মজন্মান্তরের পাপের শাস্তি! রবির হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল! হায় পূর্ব্বজন্মে সে এমন কি অপরাধ করিয়াছিল যে,

তাহার জন্য তাহাকে এমন কঠোর শাস্তিভোগ করিতে হইবে ? নির্জ্জনে এক দূরদেশে আপনমনে পড়িয়াছিল ; পাষাণে বুক বাঁধিয়া, অতীত স্মৃতি ভুলিয়া, পরের কাজে নিজের তুচ্ছ প্রাণটাকে বিলাইয়া দিয়াছিল,—নিষ্ঠুর মানুষেরা তাহার সহিত এরূপ নিষ্ঠুর পরিহাস করিবার জন্য সেখান হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিল ! রবির হৃদয়ে প্রতিহিংসা জাগিল। এ প্রতিহিংসা মানুষের উপর নহে—এ প্রতিহিংসা ভগবানের উপর। রবি স্থির করিল—সে নাস্তিক হইবে, ভগবান মানিবে না। কালাপাহাড়ের মত একে একে সমস্ত দেবতার মূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবে। ভগবান্ যদি নিষ্ঠুরের মত চিরকাল তাহার সহিত পরিহাসই করিলেন, তবে সে আর ভগবানকে মানিবে কেন ? রবি তাহার ট্রাঙ্ক খুলিল, খুলিয়া একে একে দেব দেবীর মূর্ত্তিগুলি বাহির করিয়া ঘরের মেঝেয় রাখিল, তারপর পকেট হইতে ম্যাচ্ বাহির করিয়া ফটোগুলি পোড়াইবার উদ্যোগ করিল। সহসা কে ধীরে ধীরে সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। রবির চোখ যেন ঝল্সাইয়া গেল,—একি স্বপ্ন—না সত্য ? সুবেশ সজ্জিতা লীলা সম্মুখে নতমুখে দাঁড়াইয়া। রবির মনে হইল ইহাও পরিহাস ! সে ধৈর্য্য হারাইয়া উন্মাদের মত বলিল—"দরিদ্রের সঙ্গে একি পরিহাস ! সুদূর দেশে, নিভৃতে নিজের মনে ছিলাম,—সেখান হইতে এ দৃশ্য দেখিবার জন্য

ধরিয়া আনা,—একি নির্ম্মমতা! তোমরা ধনী বলিয়া কি দরিদ্রের সঙ্গে এম্নিভাবে পরিহাস কর্ত্তে হয়! যাও,—আমার হৃদয়ে যতটুকু বল আছে,—নিজ চোখে আত্মবলি দেখতে পার্ব্ব। যাও,—তোমার জীবনের শুভমুহূর্ত্তে এক জনকে এম্নিভাবে যাতনায় দগ্ধ করো না।—"লীলা কিছুই বুঝিতে পারিল না। দীর্ঘ দিনের অদর্শনের পর এই প্রথম সাক্ষাৎ,—অতি মধুর সাক্ষাৎ—এতদিনকার আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হইবে, উভয়ে এক পবিত্র স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশ করিবে,—কিন্তু রবির এ কি ভাব, এ কি ব্যবহার! লীলা ভাবিল রবি অভিমানভরে এরূপ কথা বলিতেছে, ধীরে ধীরে আসিয়া রবির পদনিম্নে বসিয়া বলিল,—"আমায় ক্ষমা কর।" তখন রবি ধীর শান্ত স্বরে বলিল—"আমার কাছে ত তুমি কোন অপরাধ কর নাই। তবে মানুষের মন বড় দুর্ব্বল,—সে লুপ্তস্মৃতি আর জাগিয়ে দিও না।" লীলা কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিমর্ষ চিত্তে তথা হইতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা লীলার দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী, ঠান্‌দিদি-গণ রবিকে সাজাইতে আসিল। কেহ কেহ পরিহাস করিল। রবি মনে মনে ভাবিল,—"দরিদ্রের সহিত একি পরিহাস! পৃথিবীতে কি দরিদ্রেরা ধনীর জ্বালায় তার জীর্ণ কুটীরখানিতেও মাথা গুঁজিয়া শান্তিতে থাকিতে পাইবে না?"

সে বিমর্ষ চিত্তে বসিয়া রহিল। পরিহাসপটু দু'একজন ঠান্‌দিদি বলিলেন, "কি ও, রকম মেনীমুখো হয়ে বসলে কেন? মনের ভেতর বুঝি সুখের ঢেউ উঠেছে—আমরা তার কি কর্‌ব ভাই। সে কথা লীলাকে বল, সে এই ঢেউ তুলেছে।"

রবির কাছে সব যেন কেমন প্রহেলিকাময় ঠেকিতে লাগিল। লীলা অ সুখের ঢেউ তুলেছে এ কি বলে! তবে কি লীলার সঙ্গে তাহার বিবাহ—অসম্ভব।

রবি নীরবে ভাবিতে লাগিল, কিন্তু সেই ভাবনা-সাগরে কোনও কুল পাইল না,—কেবল উত্তাল-তরঙ্গমালা আসিয়া তাহাকে ভীষণভাবে দোলাইতে লাগিল।

উপসংহার।

বিবাহের পর যখন রবি ও লীলা বাসরঘরে নীত হইল এবং গভীর রাত্রিতে বাদ্য কোলাহল এবং ঠান্‌দিদি ও শ্যালিকাদের আনাগোনা শেষ হইল, তখন লীলা পূর্ব্ব অভ্যাস মত ডাকিল "রবি-দা।" ডাকিয়াই লজ্জাতে তাহার সারামুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। রবি ইতিমধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল, ধীরে ধীরে স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির মত বলিল—"এ কি স্বপ্ন—না সত্য?"

"তুমি কি রকম বোঝ, আবার তোমার দেখা পাব, সে আশা ছিল না,—ভগবান্ সে আশা পূর্ণ করেছেন।"

রবি কিছু বলিতে পারিল না,—আনন্দে, আবেগে, উত্তেজনায় তাহার বক্ষটা ভীষণ উদ্বেলিত হইতে লাগিল। সেই একদিন, আর এই একদিন। সে দিন কি বুকভরা যাতনা ও হাহাকার লইয়া সে এই গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। আর আজ কি আনন্দ, কি মধুর মিলন! চতুর্দ্দিকে যেন এক স্বর্গীয় সুর বাজিতেছে! ভগবান্ আবার এই হতভাগ্য কাঙ্গালের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ধন্য তাঁহার স্নেহ, ধন্য তাঁহার করুণা! তাহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। ধীর কম্পিত স্বরে বলিল,—"লীলা সেই একদিন আর এই একদিন। আমার বুঝিবার ভুল, আমি সম্মুখে সুধাভাণ্ড রাখিয়া হলাহল পান করিতেছিলাম। অন্ধ আমি, এতদিন তোমার প্রেমপূর্ণ হৃদয় চিনিতে পারি নাই। আমায় ক্ষমা কর।"

লীলা আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে বলিল,—"বুদ্ধির দোষে তোমায় যে যাতনা দিয়াছি, বালিকা বলিয়া আমায় ক্ষমা করিও। ভগবান্ মঙ্গলময়, আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার দয়া অসীম।"

সম্পূর্ণ।

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

সরযু—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ	মূল্য	১৲
পথহারা ঐ	"	১॥০
অপবাদ ঐ	"	১॥০
অনুতাপ ঐ	"	১॥০
পৈতৃক সম্পত্তি—শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		১॥০
রন্দিনী—শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ		১॥০
জীবনের পথে ঐ		১॥০
অভিমানিনী—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম,এ বি এল		১॥০
দরাফখাঁ—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়		১।০
অভ্র-পুষ্প—শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত		১।০
সাধ্বী-সতী—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল		১৲
পুণ্যের সংসার—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		১॥০
বড় বউ—(৪র্থ সং)—শ্রীসত্যচরণ মিত্র		৸০
কৃতজ্ঞতার মূল্য—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ		১৲
সতীনাথ—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য		১৲
মেহের উন্নিসা—আবদুর রহমান		১॥০

প্রত্যেক পুস্তকখানিই উৎকৃষ্ট উপন্যাস, বহু মূল্য কাগজে সুন্দর ছাপা, স্বর্ণাঙ্কিত শিল্কে উৎকৃষ্ট বাঁধা।

আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালা

১। শুভদৃষ্টি (২য় সং) ২। রবিদাদা (ঐ) ৩। ইন্দু ৪। স্বর্ণমরু ৫। দাদার ঘরে (২ সং) ৬। পুণ্য-প্রতিমা ৭। নিরুপমা ৮। ময়ূর-পুচ্ছ ৯। শুক-তারা ১০। দেউলিয়া ১১। অভাগীর মেয়ে ১২। সিদ্ধি-কবচ (যন্ত্রস্থ)।

অন্নদাবুকষ্টল, ৭৮।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।